আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে সিজন ৩

ইসরাত জাহান

ভালোবাসা মানে শুধুমাত্র হাত ধরে হাঁটা নয়,
ভালোবাসা মানে প্রতিটি সকালে একে অপরের জন্য জেগে ওঠা।
ভালোবাসা মানে... একে অপরকে বোঝা, তাকে যত্ন করা আগলে রাখা, আমৃত্যু ভালোবাসা;
দেখতে দেখতে কেটে গেছে ৫ বছর। আবির-তানভীর মিলে বিজনেস এ সব কিছু একসাথে সামলে নিচ্ছে। নিজের বিজনেস , পারিবারিক বিজনেস সবকিছু দায়িত্ব আবির আর তানভীর উপর।

মাঝে মধ্যে তাদের চাচা ইকবাল খান ও অনেক কিছু গুছিয়ে দেয়।।

আলি আহমেদ খান আর মোজাম্মেল খান এ সম্পূর্ণ রেস্ট এ। এখন তারা নাতি- নাতনি দের সাথে সময় কাটান, বাসায় থাকেন সব সময়।।

অন্য দিকে মেঘ - বন্যা মিলে সংসার এ দায়িত্ব অনেক আগে নিয়ে নিয়েছে। মালিহা, হালিমা, আকলিমা খান কাউকে রান্নাঘরের সামনে আসতে দেয়। দুই জন মিলে সবকিছু আগলে রাখে, সবার যত্ন দেয় পছন্দ, অপছন্দ সবকিছু দেখা শুনা করে। যাকে বলে পুরো দমে সংসারী।।

অন্যদিকে আহিয়ান- আহিয়া, তৃধা ও স্কুলে ভর্তি হয়েছে । আহিয়ান আহিয়া এখন একই ক্লাস এ পড়ে আর তৃধা ও তাদের সাথে স্কুল এ যায়।।

সকালটা শুরু হলো মিষ্টি রোদ আর হালকা হাওয়ায়।

মেঘের চোখে আলো লাগতেই ঘুম ভাঙল।
পাশ ফিরে তাকাতেই আবিরের শান্ত মুখ, ঘুমের মাঝে মৃদু হাসি।
মেঘ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।
এই মানুষটিকে দেখতে দেখতে কত বছর কেটে গেল, তবুও প্রতিদিন নতুন করে মনে হয়, এ যেন প্রথম দেখা, প্রথম ভালোবাসা।।
মেঘ নিচে নামল রান্নাঘর গিয়ে দেখল বন্যা রান্না কাজ শুধু করে দিয়েছে। এক পাশে চা, অন্য পাশে বাচ্চাদের টিফিন রেডি করছে ।। মেঘ রান্না ঘরে গিয়ে বন্যার সাথে খুনসুটি করে রান্নার কাজ এ সাহায্য করা শুরু করলো। এ মধ্যে আহিয়া, তৃণা, আহিয়ান উপরে থেকে নিচে এসে ডাকা ডাকি করছে তাদের রেড়ি করে দেওয়া জন্য স্কুলের সময় হয়ে যাচ্ছে । এ মধ্যে হঠাৎ

আহিয়া এসে পিছন থেকে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল —

মাম্মা , আমার চুলে বেণী করে দাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে । আহিয়ার চুল গুলো হয়েছে ঠিক মেঘের মতো লম্বা চুল। যা সামলো আহিয়া জন্য একটু কষ্ট হয়ে যায় ।। কিন্তু চুলের প্রতি তার ভালোবাসাও কম নয়।।

মেঘ বলল তুমি সোফায় বসো আমি আসতেছি। তৃণা ও বলল আমাকেও চুল বেধে দাও, বড় আম্মু।।

মেঘ তৃধার একদিকে ফুপি, অন্য দিকে জেঠিমা ।

সেজন্য তৃধা মেঘ কে বড় আম্মু, আর আবির কে বড় আব্বু বলে ডাকে। আহিয়া আহিয়ান ও তানভীর কে ছোট আব্বু আর বন্যা কে মামনী বলে ডাকে। এই তিন ছেলে মেয়ে খান বাড়ির চোখের মনি। সকলের আদরের। তাদের দুষ্টামি ঝগড়া তে ভরে সাথে খান বাড়ি।।

আহিয়ান দুষ্টু হেসে বলল— মাম্মা , আমার চুল বাবার মতো করে সেট করে দাও, আমি বড় হয়ে বাবার মতো হবো।

মোজাম্মেল খান , আলী আহমেদ খান (দুজনে খবর এ কাগজ পড়ছিল আর চা খাচ্ছিল,কিছু সময় আগে মেঘ এসে চা দিয়ে গেছে)

হেসে বলে উঠল দাদুভাই তুমি তো তেমার পাপার কার্বন কপি। কারণ আহিয়ান হয়েছে ও আবিরের মতো। আবিরেন মতো চেহারা, তার মতো কথা বার্তা, রাগ । দেখে মনে হবে ছোট আবির। কিন্তু হয়েছে আবিরের মতো যত্ন শীল, দায়িত্ব বান। এখন থেকে আহিয়ান, তৃণা উপর কড়া নজর দারি করে, আগলে রাখে আদর ও করে প্রচুর।

আহিয়া, তৃধাও ভাইয়ের জন্য পাগল । তৃধা তো সব মসয় বলে আমার আহিয়ান ভাই। কাউকে হতে

দিবো। না। তাদের কথা কান্ড দেখে পরিবারের সবাই একসাথে হেসে উঠে । আর বলে এরা তো আবির - মেঘের মতো হয়ে গেছে, বলে হেসে উঠে।।

তৃধা একটু চঞ্চল , জেদী কিন্তু আহিয়ান এ কাছে আসলে শান্ত হয়ে যায় ।।

আর আহিয়া হয়েছে মেঘের মতো নরম, অভিমানী রাগী মেয়ে।।

সকালের এই ব্যস্ততার মাঝেই ফোন বেজে উঠল। আবির দেখল রাকিবের কল—

ভাই, এখনো পড়ে পড়ে না ঘুমিয়ে তাড়াতাড়ি আয়, অফিস এ কাজ আছে। তোকে ছাড়া পাচ্ছি না।

আবির একটু রাগী হয়ে বলল— তুই আর সময় পেলি না কল করার, আমি একটু ভালোবাসা, আদুরে ভারা স্পর্শ অনুভব করছিল। তুই কল করে দিলি বারেটা বাজিয়ে। কারণ(কিছুসময় আগে মেঘ সকালের ঘুম

থেকে উঠে আবিরের কপালে চুমু দিয়ে, রান্নার কাজ এ গেছে)

সেই অনুভূতি এখনও অনুভব করে যাচ্ছে।।

রাকিব বলল,তোদের ভালোবাসা দেখলে আমার কান্না পায়, হিংসে হয় । বিয়ে বাচ্চা হওয়ার পরেও তোদের ভালোবাসা এখন ও রয়েছে।

আবির রেগে বলল, এই এই একদম আমার ভালোবাসা নিয়ে কথা বলবি না। ভালোবাসা কখনও পুরাতন হয় না। ফোন রাখ আমি আসতেছি , বলে আবির ফোন কেটে দিয়ে, ফ্রেশ হতে গেলো।

ওদিকে রাকিব কপাল চাপড়ে বলল, আমিও একখান বউ পেয়েছি , যে আমাকে বাসা থেকে বের করলে বাচে। বাসায় থাকলেই বলে তোমার কাজ নেই অফিস এ যাও না কেন।

একটু আগে মালিহা খান আর হালিমা খান নিচে এসে বসেছেন। মালিহা খান এখন বেশি চলা ফেলা করতে পারে না হাটুর ব্যাথার কারণে।

হামিমা খানের শরীর ও আগের মতো নেই , মাঝে মধ্যে অসুস্থ থাকেন।

এরমধ্যে আবির তানভীর দুই এ রেড়ি হয়ে নিচে চলে এসেছে সকালে খাবারের জন্য । খেয়ে চলে যাবে অফিস এ যাওয়ার পথে তিন ছেলে মেয়ে কে স্কুল এ নামিয়ে তাদের কাজে চলে যায়। স্কুল ছুটির পর বাড়ির গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় একসাথে চলে আসে।।

বন্যা - মেঘ দুজনে টেবিলের খাবার গুছিয়ে দিয়েছে।।

বাচ্চা রাও খেতে বসছে ।।

মালিহা, হালিমা খান বন্যা মেঘ কে দেখে হেসে বললেন, মেয়ে দুটো আমাদের ঘর, সংসার টাকে যত্নে আগলে রেখেছে করেছে । ।

হালিমা খান এক সপ্তাহ হলো ভাইয়ের বাসা গিয়েছে। ছেলে মেয়ে দুইজন তাদের সংসার কাজে ব্যস্ত।

ইকবাল খান এক মাসে মতো হলো ঢাকার বাইরে থাকে বিজনেস এ কাজে।।

আদি পড়াশোনা সুবাধে জাপান থাকে। পাড়াশোনা শেষ এ দিকে। কয়েক মাস এ মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

মিমে ও বিয়ে হয়েছে আরিফ (ফুফাতো ভাই) এর সাথে । তাদের বিয়ের হয়েছে ৫ বছর হলো তাদের ও একটু ফুটফুটে মেয়ে সন্তান হয়েছে। মেয়ের বয়স দুই বছর। মেয়ের নাম তিশা।।।

তাদের ও এখন সুখের সংসার।

আবির তানভীর মেয়ে ছেলে দের নিয়ে কাজে রওনা দিলো। মেঘ বন্যা চলে যাওয়া পর পরিবার এ বাকি দের কে খাবার পরিবেশন করে দিলো সাথে নিজেরাও খাওয়া দাওয়া করলো।।

এভাবে কেটে গেল সারাদিন । দুপুরে ছেলে মেয়েরা স্কুল শেষ করে বাসায় চলে এসেছে।।

বিকাল এ ছেলে মেয়ে রা খেলছে । একটু পর পর ভাই বোন এ ঝগড়া লাগছে। তাদের ঝগড়া থামাতে মাথা নষ্ট হয়ে যায় বাকি দের।

এমধ্যে আবির- তানভীর চলে আসে অফিস এ কাজ শেষ করে ।। বাসায় ঢুকে দেখে, আব্বু চাচ্চু টিভিতে খবর দেখছে।

আবির তানভীর কে দেখে মোজাম্মেল খান, আলি আহমেদ খান বসতে বলে, অফিস, বিজনেস এ কাজ,

কেমন চলছে সবকিছু জিজ্ঞেস করে কিভাবে কি করা লাগবে পরামর্শ দেয়। ।

এমধ্যে আহিয়া এসে আবিরের কোলে বসে। সারাদিন এ যত কথা, আবদার সব কিছু পাপা কাছে।। এখন তার আবদার হচ্ছে , সামনে শুক্রবার বন্ধ দিন তাদের কে দূর এ কোথাও ঘুরতে নিয়ে যেতে হবে। সাথে পরিবার এ বাকি দের যেতে হবে। মানে ফ্যামিলি ট্যুর। সাথে আহিয়ান তৃধা ও যোগ দিয়েছে । তানভীর বলে সামনে সপ্তাহে তো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে সেটার জন্য অফিসে মিটিং আছে। আবির বলার আগে আলী আহমেদ বলে উঠল, যত কাজ, ব্যস্ততা থাকুক আবির তার ছেলে মেয়ে আবদার এ কাজে কিছু না।

সাথে সাথে মোজাম্মেল খান ও হেসে বললো আগে যেমন মেঘের আবদার এ কাছে বাকি সবকিছু তুচ্ছ ছিল।

এই কথা শুনে পরিবার এ সকলে হেসে দিল।

আবির বলল- এখনও মেঘ আমার কাছে আগের মতো গুরুত্বপূর্ণ । তার আবদার সবকিছু আমার কাছে স্পেশাল ।

তানভীর মৃদু হেসে বললো - তোমাকে আর বলতে হবে না ভাইয়া আমরা জানি বনু তোমার কাছে কতটা স্পেশাল।

তানভীর আবিরের কথা শুনে মেঘ মিট মিটি হাসছে, পাশে দাঁড়িয়ে বন্যাও মজা নিচ্ছে। সাথে মেঘ কে খোচা দিচ্ছে।

আহিয়া বলল - পাপা নিয়ে যাবে ঘুরতে আমাদের কে

আবির,নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো। আগে তোমরা সিদ্ধান্ত নেও কোথায় ঘুরতে যেতে চাও। তারপর পাপা তোমাদের নিয়ে যাবে।

আহিয়া , আবির কে জড়িয়ে ধর, ধন্যবাদ পাপা । বলে দৌড়ে গেল খেলতে।।

এভাবে কেটে গেল আড্ডা , খুনসিটি তে ভরা সন্ধ্যা।

#চলবে

#গল্প_আমৃত্যু_ভালোবাসি_তোকে

#সিজন_০৩

#পর্বঃ ২

#লেখিকা_ইসরাত_জাহান

রাতের মিষ্টি হাওয়া, বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে থাকা মেঘ, তার হাতের কাপ থেকে ভাপ ওঠা চা, চোখে স্বপ্নের আলো—

মেঘ মনে মনে হাসল, ‘এই বাড়ি, এই সংসার, এই মানুষগুলোই আমার পৃথিবী।’

আবির পিছন থেকে এসে মেঘের কাঁধে হাত রাখল।

–কি ভাবছো আহিয়া আম্মু?

মেঘ চমকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল,

–ভাবছিলাম, এই ছোট ছোট সুখগুলো সুন্দর, মূহর্ত গুলো একসময় স্মৃতি হয়ে থাকবে। এভাবে যেন সংসার, ছেলে মেয়ে দের আগলে রাখতে পারি সারাজীবন।

আবির - তুমি পারবে আহিয়ার আম্মু। এত বছর ধরে তো তুমি আগলে রেখেছো পরিবার টাকে।

মেঘ- তুমি আছো বলে আমি সাহস পাই। এভাবে থেকো তুমি সারাজীবন।

আবির মুগ্ধ চোখে মেঘের দিকে তাকাল।

– আমি তো তোমারই আছি, আমৃত্যু তোমারই থাকবো কাদম্বিনী,মেঘ মৃদু হাসলো।।

তোমার হাসিটাই আমার সকাল, দুপুর, রাত।

মেঘ লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

ওরা দুজনে একসাথে চা খেতে খেতে দূরের আলো দেখল।

নিচে থেকে আহিয়া চিৎকার করে ডাকল—

–পাপা, মাম্মা, নিচে আসো, আমরা গল্প বলবো।

রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে সবাই ড্রয়িং রুমে বসে আড্ডা দিচ্ছিল পরিবার এ সবাই ।

মেঘ হেসে বলল,

–চলো নামি।

নিচে নামতেই দেখা গেল আহিয়ান, আহিয়া, তৃণা বসে আছে, তাদের মধ্যে বই আর খাতা ছড়িয়ে আছে।

তানভীর আর বন্যা তাদের পাশে বসে গল্প শোনাচ্ছে। মোজাম্মেল খান আর আলী আহমেদ খান আরাম চেয়ার নিয়ে বসে আছেন, আর মাঝে মাঝে হাসছেন নাতি-নাতনিদের দুষ্টামিতে।

মেঘ এসে বসতেই আহিয়া দৌড়ে এসে মেঘের কোলে বসে বলল,

– "মাম্মা, আজকে গল্প শোনাবে না?"

মেঘ মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,

– "কি গল্প শুনতে চাও?"

আহিয়ান হেসে বলল,

– "পাপা আর মাম্মার প্রেমের গল্প শুনতে চাই।"

মেঘ হেসে ফেলে, আবির কাশির অভিনয় করে পরিস্থিতি সামাল দিতে চায়।

সবাই হেসে উঠে।

তৃধা চিৎকার করে বলে,

– “আমিও শুনতে চাই, বড় আম্মু।”

আবির মুচকি হেসে বলল,

– “তোমাদের বড় হলে সব বলবো।”

আহিয়া বায়না ধরে বলল,

– “না, এখন শুনতে চাই।”

তানভীর পাশে থেকে মজা করে বলে,

– শোনাও ভাইয়া, এই প্রজন্ম না শিখলে ভালোবাসা টিকবে না।

আবির তাকিয়ে হাসল মেঘের দিকে।

মেঘ বলল,

– “তোমাদের পাপা একদম রাগী ছিল, তবুও খুব যত্নশীল ছিল।”

আবির হেসে বলল,

– “তোমাদের মাম্মা অনেক আবদার করত, আর আমি না করতে পারতাম না।”

আহিয়ান বলল,

– “পাপা, আমি বড় হয়ে মাম্মার মতো মেয়ে বিয়ে করবো।”

আবির মৃদু হাসল, তৃধা বলল,

– “না, আহিয়ান ভাই, তুমি আমাকে ছাড়া কারো সাথে বিয়ে করতে পারবে না।”

সবাই হেসে উঠল।

মোজাম্মেল খান বললেন,

– “দেখো, এখনই শুরু হয়ে গেছে এদের ভালোবাসা, অধিকার।।

আলী আহমেদ খান ও হেসে বলে উঠে, দেখতে হবে না কার ছেলে-মেয়ে.।

আবির মেঘ বাবা মা দের কথা শুনে মাথা নিচু করে মৃদু হাসতে লাগলো।

সকলে মুখে প্রশান্তিন হাসি

সেই মুহূর্তে রাকিবের ফোন এলো।

– "ভাই, কাল সকালে তাড়াতাড়ি চলে আসিস, মিটিং আছে। তোর জন্যেই বসে থাকি।"

আবির রেগে বলল,

– "তুই ঠিক কবে সময় পেলি কল করার?"

রাকিব হাসতে হাসতে বলল,

– "তোর রোমান্সে ব্যাঘাত ঘটাতে পেরে শান্তি লাগছে।"

আবির ফোন কেটে দিয়ে বলল, তোর একদিন কি আমার একদিন তোকে সামনে পাই তার পর মজা দেখাবো। তোর শান্তির বারোটা বাজাবো।

এভাবে কেটে গেলে সপ্তাহ খানিক। আকলিমা খান চলে এসে ভাইয়ের বাসা থেকে। ইকবাল খান ও কাল রাতে বিজনেস এ কাজ শেষ করে বাসায় এসেছে ।।

রাতে আবির- তানভীর এর সাথে আলোচনা করছে কোথায় কি করতে হবে। বিজনোস সম্পকৃত সমস্ত আলোচনা।

পরের দিন সকাল

শুক্রবারের সকাল।

আজকে ফ্যামিলি ট্যুরের দিন। সবাই মিলে ঠিক করেছে দূরে কোথাও গিয়ে ঘুরে আসবে। নিজেদের সময় দিবে। বিজনেস এ চাপ, ছেলে মেয়ে দের পড়াশোনা সব মিলে কোথাও যাওয়া হয় না।

তাই সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাঙামাটি যাবে, পাহাড় ঘুরতে।

আলী আহমেদ খান, মালিহা খান এদের আপত্তি থাকলেও নাতি নাতনির আবদার এ কাছে কিছুই না ।।

তাই আহিয়া, তৃধা, আহিয়ান সকালে উঠে ‘পাপা, মাম্মা ঘুরতে যাবো’ বলে চিৎকার করছে।

মেঘ আর বন্যা রান্নাঘরে টিফিন রেডি করছে।

তানভীর গাড়িতে সকল জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলছে।

আবির চুল ঠিক করতে করতে সিড়ি দিয়ে নিচে নামছে।

আবিরের পড়নে সাদা শার্ট, হাতে ঘড়ি, সানগ্লাস চোখে।

আবিরের দিকে চোখ পড়তেই মেঘ তাকিয়ে আছে আবেগ ভরা চোখ নিয়ে। নতুন করে প্রেমে পড়ছে মেঘ সেই পুরোনো দিনের মতো।

আবিরও কম যায় না সেও মেঘ দেখে নতুন করে প্রেম পড়ছে। মেঘে পড়নে নীল শাড়ি, চুল গুলো আধ খোপা করা হালকা মেক আপ। যেন একটা নীল প্রজাপতি।

দুজনের চোখা-চোখি হতেই , মৃদু হেসে চোখ সরিয়ে নেয়।

পাশে থেকে বন্যা মেঘ কে হালকা ধাক্কা দিয়ে বলে উঠে, নতুন করে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিস নাকি!

মেঘ মুচকি হেসে চলে আসে।

আবির মেঘের পাশ দিয়ে যেতে বলে উঠে, ম্যাডাম এত সুন্দর করে সাজলে তো নিজেকে সামলানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে।।বলেই চলে যায়।

মোজাম্মেল খান আর আলী আহমেদ খান হেসে বলছে,

– "এই বয়সে এসে নাতি-নাতনিদের সাথে ঘুরতে যাবো ভাবিনি।"

মেঘ বন্যা মিলে বাচ্চাদের কাপড় পরিয়ে রেডি করে দিয়েছে অনেক আগেই । তারা সারাঘর খুশিতে দৌড়াদৌড়ি করছে ।। আহিয়া রঙিন ফ্রক পরে

নাচছে, তৃণা ব্যাগ কাঁধ এ নিয়ে দেখছে কিভাবে নিলে সুন্দর লাগবে।

আহিয়ান নতুন চশমা পরে বলছে,

– আমি পাপার মতো দেখাচ্ছি না?

সবাই হেসে উঠল।

দুইটা গাড়ি রওনা দিল রাঙামাটির উদ্দেশ্যে।

রাস্তার পাশে সাদা মেঘ ভাসছে, দূরে সবুজ পাহাড়, হাওয়া ভরে আছে তাজা গন্ধে।

আবির গাড়ি চালাচ্ছে, পাশে মেঘ।

তানভীর আর বন্যা পিছনের গাড়িতে।

গাড়িতে ‘তুমি আছো হৃদয়ের ভেতর’ গান বাজছে।

মেঘ হেসে আবিরের দিকে তাকাল।

আবির এক হাত বাড়িয়ে মেঘের হাত ধরল।

মেঘ বলল,

– “তুমি আছো বলেই সব সহজ মনে হয়।”

আবির হেসে বলল,

– “তুমি না থাকলে কিছুই সহজ হতো না, মেঘ।"

রাঙামাটির দুপুর

রাঙামাটি পৌঁছে সবাই হোটেলে রুমে ঢুকল।

ছেলেমেয়েরা পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করছে।

মেঘ আর বন্যা ব্যাগ গোছাচ্ছে।

তানভীর বাইরে বের হয়ে হোটেলের লেকের পাশে দাঁড়িয়ে বলল,

– “কতদিন পর নিজের জন্য নিঃশ্বাস নিচ্ছি।”

আবির এসে কাঁধে হাত রাখল,

– “পরিবারের জন্য সময় দেওয়াই আসল সুখ।”

মেঘ আর বন্যা এসে বলল,

– “চলো খেতে বসি।”

সকলে খাওয়া দাওয়া শেষ করে যার যার রুমে গিয়ে বিশ্রাম নিলো

বিকেলে নৌকাভ্রমণ করার উদ্দেশ্য বের হলো, সবাই মিলে নৌকা ভাড়া করে লেকে ঘুরতে বের হলো।

পানি কেটে নৌকা এগোচ্ছে, পাহাড়ের সবুজ ছায়া লেকের পানিতে পড়ছে।

আহিয়া মুগ্ধ হয়ে বলল,

– "পাপা, মাম্মা, কত সুন্দর না?"

আবির মেঘের কানে ফিসফিস করে বলল,

– তোমার কাছে এই প্রকৃতির সৌন্দর্য ও হার মেনে যায়।

মেঘ হেসে তাকাল, তার চোখে আনন্দের জল চিকচিক করছে।

তানভীর বন্যাকে নিয়ে সেলফি তুলছে, আহিয়ান মজা করে তৃণাকে পানি ছিটাচ্ছে।

তৃণা রাগ করে বলল,

– “দেখ, আমার জামা ভিজিয়ে দিছে।"

আহিয়া পানির শব্দ শুনছে আর প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে ব্যস্ত।

ভাই বোনদের দুষ্টামি দেখে সবাই হেসে উঠল।

সন্ধ্যায় প্ল্যান হলো বার-বি-কিউ খাবে

হোটেলের বাগানে বার-বি-কিউ পার্টি চলছে।

আবির, তানভীর গ্রিলের কাছে দাঁড়িয়ে রোদে পোড়া মুরগির টুকরো উল্টাচ্ছে।

বাচ্চারা দৌড়াচ্ছে, হাসছে, খুনসুটি করছে।

মেঘ আর বন্যা কোল্ড ড্রিংকস দিচ্ছে।

মোজাম্মেল খান আর আলী আহমেদ খান চেয়ারে বসে হাসিমুখে বলছে,

– “এই দৃশ্যের জন্যই তো এত পরিশ্রম করেছি, এত সুন্দর মূহুর্ত উপভোগ করার জন্য।”

আবির মেঘ তাকিয়ে আছে, পরিবার এ মূহর্ত গুলো উপভোগ করছে। সবাই অনেক আনন্দ করছে।

আবির মেঘের হাত ধরে বলল,

– “ভালোবাসা মানে একসাথে থাকা, আর আজকের এই দিন আমাদের সেই ভালোবাসার প্রমাণ।”

চারপাশে হাসি, আনন্দ, ভালোবাসার গন্ধ।

রাতের আকাশে তারা জ্বলছে।

তাদের উপর দিয়ে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে, আকাশের নীচে, পাহাড় আর লেকের মাঝে,

মেঘ-আবিরের ভালোবাসা রঙ ছড়াচ্ছে।রাঙামাটির শেষ সকাল।

লেকের পাড়ে নীল কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে, পাহাড়ের গায়ে রোদ খেলে যাচ্ছে।

হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেঘ হালকা হাওয়ায় চুল উড়িয়ে দিচ্ছে, হাতে কফির কাপ, চোখে প্রশান্তি।

আবির পেছন থেকে এসে মেঘের কোমড় জড়িয়ে ধরলো, মেঘের কাঁধে আবির থুঁতনি রাখলো। হঠাৎ ছোঁয়া মেঘ হালকা কেঁপে উঠলো।

আবির মুচকি হেসেমেঘ কে নিজের দিকে ঘুরিয়ে কানের পাশে চুল গুলো গুঁজে দিলো আর সাথে ছিলে সদ্য ফোঁটা সাদা গোপাল।। যার গন্ধে তাদের ভালোবাসা ছোট মূহুর্ত গুলো গোলাপের সৌরভে ভরে উঠেছে।।

আবির মেঘ কে ডেকে বলল, কাদম্বিনী!

মেঘ প্রতি উওরে -হুমম বলল।

আমাদের বিয়ে এত বছর হয়ে গেছে , তবুও আমার স্পর্শে সেই আগের মতো কেঁপে উঠো।

মেঘ বললো, তোমার স্পর্শ, তোমার মধ্যে আমি প্রতি দিন, নতুন করে প্রেম পড়ি, নতুন করে ভালোবাসি। যেটা শেষ হওয়ার নয়।

দুজন একসাথে প্রকৃতি উপভোগ করতে লাগলো
তাদের মধ্যে আরও কিছু সময় কথোপকথন চলল-
আবির– “মনে হচ্ছে এই রঙিন সকালটা তোমার
চোখে ধরা দিয়েছে।”
মেঘ মৃদু হেসে বলল, – “কিছু দিন যদি এখানেই
থেকে যেতাম, প্রতিদিন এভাবে পাশে থাকতাম,
প্রাকৃতির সাথে মিশে যেতাম!”
আবির মুগ্ধ হয়ে তাকাল, – “প্রকৃতি সুন্দর, কিন্তু
তুমি তার থেকেও বেশি রঙিন, মেঘ।”
মেঘ লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল। আবির ওর চুলের
গোড়া থেকে নরম করে এক চুমু খেল।
হাওয়া আরও মিষ্টি হয়ে উঠল।
হঠাৎ করে আহিয়া- আহিয়ান এসে তাদের মাম্মা
পাপা কে জড়িয়ে ধরলো।

আহিয়া - পাপা আর কিছু দিন থেকে যাই না এখানে।।

আহিয়ান- আবার কবে নিয়ে আসবে , পাপা।

আবির মেঘ ছেলে মেয়ে কে কোলে বসিয়ে আদর দিয়ে বলল - আবার আসবো, তখন না হয় বেশি দিন থেকে যাবো।

মেঘ- তোমাদের তো স্কুল খোলা , তোমার পাপা বিজনেস। আর দাদা- দাদু অসুস্থ ফিরে যেতে তো হবেই, মামনী।

অন্য দিকে বন্যা তানভীর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। তানভীর মেয়ে কে শান্ত করতে ব্যস্ত।

তৃধা গাল ফুলিয়ে বসে আছে। তার একটাই আবদার সে যাবে না ঢাকায় ।।

তানভীর সকাল থেকে বুঝিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মেয়ে অভিমান ভাঙ্গে না।

আবির তানভীর এ রুমে এসে নক করলো, তাড়াতাড়ি রেড়ি হয়ে নে, বের হতে হবে। না হলে জ্যাম এ কাটকে থাকতে হবে।।

তৃধা দৌড়ে এসে আবির এ কোলে উঠে পড়লো, বড় আব্বু আর কিছু দিন থাকি না এখানে। অনেক ভালো লাগছে।

আবির- আবার আসবো খুব তাড়াতাড়ি এখন তো যেতে হবে পিন্সেস।।

এভাবে কিছু সময় বুঝানো পর মেয়ে অভিমান কমেছে।

সবাই প্রস্তুতি নিয়েছে বের হওয়ার জন্য । আলী আহমেদ খান, মোজাম্মেল খান, মালিহা, হালিমা, আকলিমা,ইকবাল খান সবাই রেড়ি। নিচে বসে অপেক্ষা করছে।

আহিয়া রঙিন ফ্রক পরে দৌড়ে এসে বলল, – “মাম্মা, আরেকবার নৌকায় যাব না?”

তৃধা মুখ ফুলিয়ে বলল, – “আমার পাহাড়টায় আরেকবার যেতে ইচ্ছা করছে।”

ছেলে মেয়েদের আবদার শুনে, সবাই হেসে উঠল।

তানভীর বন্যার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, – মিষ্টি ছুটির শেষ দিন আজ। ফিরে গিয়েও যেন এই হাসিটা থেকে যায়।

তাদের ও যেতে ইচ্ছে করছে না এই দুটো দিন নিজেদের কে একান্ত সময় দিতে পেরেছে।

না হলে, সারাদিন দিন বন্যা একা থাকা লাগে, সংসার এ কাজ, মেয়ের খেয়াল রাখা । তানভীর এ বিজনেস এ সময় দিতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে সময় কাটানো হয়ে উঠে না। আর যতসময় বাসায় থাকে মেয়ে পিছু ছাড়ে না।

মোজাম্মেল খান আর আলী আহমেদ খান গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, – “নাতি-নাতনিদের খুশির হাসি দেখার জন্যই তো বেঁচে থাকা।”

দুইটি গাড়ি রাঙামাটি থেকে ঢাকার পথে রওনা দিল। দূরে সবুজ পাহাড় পিছিয়ে যাচ্ছে, রাস্তার পাশে সাদা মেঘ ভাসছে।

মেঘ হেলান দিয়ে বসে, বাতাসের তার কপালের ছোট ছোট চুল গুলো উঠছে। এতে তা সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

আবির গাড়ি চালাচ্ছে, পাশে গুনগুন করে গান বাজছে —

“তুমি আছো হৃদয়ের ভেতর...

আবির একহাত বাড়িয়ে মেঘের হাত ধরল।

মেঘ অবাক হয়ে তাকাল।

তাদের এই রোমান্টিক মূহুর্ত দেখে। পিছনে সিট এ বাসা তানভীর বন্যা মিট মিট করে হাসছে।

তানভীর - পিছনে বউয়ের বড় ভাই বসে আছে একটু তো লজ্জা করো।

তানভীর এ কথা শুনে দুজন দুজন থেকে চোখ সরিয়ে নিলো।

গাড়িরপিছনের সিট এ বসে তৃধা আর আহিয়া পিছনের সিটে খুনসুটি করছে।

আহিয়ান গাড়ির জানালা দিয়ে মেঘে ঢাকা পাহাড় দেখছে।

তানভীর বলল, – "রাস্তায় কোথাও থামবে, নাকি সোজা ঢাকায়?"

আবির হেসে বলল, – "থামবো।

সবাই মিলে রাস্তার ধারে ছোট্ট এক দোকানে থামল।

মাটির কাপের চা, হালকা ভাপ উঠছে, পাশে সবুজ ধানক্ষেত আর দূরে নীল পাহাড়।

আহিয়া কাঁচের শিশিতে লজেন্স কিনে হাসছে।

তৃধা একটা লাল ফিতে কিনে চুলে বাঁধছে।

বাকি সবাই যার যার পছন্দ মতো হালকা খাবার খেয়ে আবার গাড়িতে উঠে বসলো

দুপুরের রোদে গা ভিজে যাচ্ছে। গাড়ির জানালা দিয়ে হাওয়া আসছে।

তৃধা ঘুমিয়ে পড়েছে, আহিয়া মাম্মার কোলে বসে গল্প শুনতে শুনতে চোখ বন্ধ করছে।

আহিয়ান গল্প শোনাতে শোনাতে হাই দিচ্ছে।

সবাই যাত্রা পথে কম বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ।

অনেক দূরের পথ।

সন্ধ্যায় বাড়িতে পৌঁছে সবাই ক্লান্ত।

তবে ক্লান্তির মাঝে মুখে লেগে থাকা হাসি, মধুর স্মৃতি আর সুখের গন্ধ তাদের ভরিয়ে রেখেছে।
সবাই যার রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছে।
ঢাকায় পৌঁছে সবাই রেস্টুরেন্টে এ গি খাওয়া দাওয়া করে, বাড়িতে এসেছে।
তাই সবাই সবার রুমে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।
মেঘ বাচ্চাদের ফ্রেস করে, ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে ।
তানভীর বন্যা নিজেদের রুমে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।
ইকবাল খান - আকলিমা খান রুমে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।তাদের ছেলে মেয়ে কে খুব মনে পড়ছে।
হঠাৎ কল বেজে উঠলো, আদি কল করেছে কিছু সময় ছেলে সাথে কথা বলো। ছেলে পড়াশোনা শেষে দিকে আর কয়েক সপ্তাহে সময় লাগবে।
এভাবে আরও কিছু কথা বলে কল রেখে।

আকলিমা খান ছেলে সাথে কথা বলে কেঁদে চলেছে। আদরের ছোট ছেলে। যার দুষ্টামি, কথা সারাঘর ভরে থাকতো তাকে আজ কয় দিন ধরে দেখে না। জড়িয়ে ধরা হয় না।

ইকবাল খান, অনেকক্ষণ বুঝিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

#চলবে

#গল্প_আমৃত্যু_ভালোবাসি_তোকে

#সিজন_০৩

#পর্বঃ ৪

#লেখিকা_ইসরাত_জাহান

পরের দিন সকাল বেলা, রোজকার মতোই আজও খান বাড়িতে খুনসুটি মজা, সংসারের কাজ এ লেগে পড়েছে।

পাখিরা ডাকে, মৃদু বাতাস জানালা দিয়ে পর্দা দুলিয়ে দেয়। মেঘ বাচ্চাদের স্কুলের জন্য রেডি করছে। আহিয়া নীল ব্যাগ পিঠে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে ঘুম ঘুম ভাব।

আহিয়ান বই খুঁজে পাচ্ছে না, হুটহাট করে ব্যাগ উল্টে ফেলে বলল,

– “মাম্মা, বাংলা বইটা নেই!”

মেঘ ব্যাগে হাত দিয়ে বলল,

– “তোমার সব বই আছে, চোখ ভালো করে খুঁজে দেখো।”

আবির ও রেড়ি হয়ে গিয়েছে অফিসে যাওয়া জন্য , ঘুরতে যাওয়ার কারণে কিছু কাজ জমা পড়ে রয়েছে ।।

বলল,

– সকালে ড্রাইনিং টেবিলে সকল এ নাস্তা করছে। মেঘ বন্যা আহিয়া -তৃণা কে খাইয়ে দিচ্ছে। সকাল থেকে তারা বাইনা ধরেছে তারা স্কুল এ যাবে না। আহিয়া মুখ ফুলিয়ে বলল,

– "স্কুলে যেতে ইচ্ছে করছে না মাম্মা, আমরা রাঙামাটিতে ফিরে যাই না?"

মেঘ হেসে মেয়েকে বলল,

– "মামণি, স্কুলে গেলে নতুন কিছু শিখবে, বন্ধুদের সঙ্গে খেলবে, দেখবে ভালো লাগবে, পরে আবার রাঙামাটি যাবো।"

আবির খাওয়া শেষ করে তানভীর কে বলল,

– তুই খাওয়া শেষ করে ওদের স্কুল এ নামিয়ে দিয়ে অফিস এ আসিস।

প্রতি দিন একসাথে যায় কিন্তু আজকে অফিসে কাজ থাকায় তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া লাগবে ।।

সকলে খাওয়া দাওয়া শেষ করে যার যার গন্তব্য চলে যাচ্ছে।

তৃধা - আজকে স্কুল ড্রেস পড়ে যাবো না। নতুন জামা বের করে দেও,

বন্যা হেসে ওর পছন্দের হলুদ ফ্রকটা বের করে দিল।

তানভীর মেয়ের কপালে চুমু দিয়ে বলল,

– "আমার প্রিন্সেস আজ সুন্দর লাগছে।"

তৃধা মুচকি হেসে তানভীরের গলায় ঝুলে বলল,

– "বাবা, তুমিও সুন্দর লাগছো!"

তানভীর হেসে বলল,

– "তুমি আর তোমার মা মিলে আমার দুনিয়া সুন্দর করে রেখেছো।"

দুপুরে মেঘ ঘরে ফিরে জানালা খুলে দেয়। রোদ মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে। মেঘ রান্নাঘরে গিয়ে চা বসায়,

নিজের হাতের পছন্দের কাপটায় চা ঢেলে বারান্দায় বসে। দূরে আকাশে সাদা মেঘ ভাসছে।

মনে পড়ে রাঙামাটির দিনগুলো। পাহাড়, লেক, হোটেলের বারান্দা আর আবিরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই সকাল।

মেঘ চোখ বন্ধ করে গভীর শ্বাস নিয়ে যেন সেই বাতাসের গন্ধ খুঁজে পায়।

হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে। স্ক্রিনে আবিরের নাম। মেঘ ফোন রিসিভ করতেই আবির বলে,

– "কি করছো কাদম্বিনী?"

মেঘ হেসে বলে,

– "তোমার কথা ভাবছিলাম।"

ফোনের ওপাশে আবির হেসে বলে,

– "দুপুরে আসছি, একসাথে লাঞ্চ করবো।"

মেঘের মন ভালো হয়ে যায়।

সন্ধ্যায় আবির বাসায় ফেরে, হাতে মেঘের জন্য পছন্দের লাল গোলাপ।

মেঘ হেসে গোলাপ হাতে নিয়ে বলে,

– “এখনো কি রোজ গোলাপ নিয়ে আসতে হবে?”

আবির মৃদু হেসে বলে,

– “তুমি ভালোবাসার যোগ্য, প্রতিদিন তোমার মুখের হাসির জন্য এ গোলাপ।”

দুই বাচ্চা দৌড়ে এসে আবিরকে জড়িয়ে ধরে।

আহিয়া বলে,

– “পাপা, আজকে ক্লাস এ ভালো মার্ক পেয়েছি । সাথে সারাদিন এ যত গল্প আছে পাপা কে বলতে থাকে।

রাতে ডিনার টেবিলে সবাই মিলে খাচ্ছে। আহিয়া-আহিয়ান খুনসুটি করছে।। তৃধা আজকে তাড়াতাড়ি

ঘুমিয়ে পড়েছে।। ট্যুর থেকে আসার পর জায়গা পরিবর্তন এ কারণে হালকা জ্বর এসেছে।।

রাতের বেলায় মেঘ বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় ।।

মেঘ বলে,

তারাগুলো দেখ কত সুন্দর ।

আবির বলল -

আবিরের এই হুমম বলার মাঝে মেঘ অন্য রকম আবেগ ভালোবাসা খুঁজে পায়।।

আবির - চলো ছাদ এ যাই।

মেঘ - হঠাৎ এত রাতে।

আবির - কিচ্ছু হবে না চলো।

ছাদের সিড়ি তে উঠতেই হঠাৎ আবির মেঘ কে কোলে তুলে নেয়। মেঘ চমকে উঠে, আবিরের গলা জড়িয়ে ধরলো।

দুজনের ছাদে উঠে রাতের ঠান্ডা বাতাস উপভোগ করছে। বাতাসে মেঘের খোলা চুল গুলো উঠছে, চুল গুলো মেঘের মুখে ছড়িয়ে পড়ছে।। আবির অবাক নয়নে তাকিয়ে আছে ।।

হঠাৎ মেঘ নজর পড়ে আবিরের দিকে ।। মেঘ মুচকি হেসে চোখ সরিয়ে নিলো। এভাবেই গল্প,খুনসুটি করে ঘন্টা খানিক সময় পার করলো।।

আবির মেঘের কপালে চুমু খেয়ে বলে,

– "তুমি আছো বলেই প্রতিটা রাতও সুন্দর হয়ে ওঠে।"

মেঘ বলে,

– "তুমি আছো বলেই প্রতিটা দিন নতুন করে বাঁচতে মনে চায় ।"

দূরে কোথাও আজানের ধ্বনি ভেসে আসে। বাতাসে হালকা শীতলতা।

তাদের ভালোবাসা নিঃশব্দে, কিন্তু গাঢ় হয়ে রাতের অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ে।

তাদের জীবনের গল্প চলছে...

একই ছাদের নিচে, একই নীল আকাশের নিচে, ভালোবাসার ঘ্রাণ মেখে...

তাদের সুখের দিন, দায়িত্বের দিন, ভালোবাসার দিন একে একে পেরিয়ে যাচ্ছে।

#চলবে

#গল্প_আমৃত্যু_ভালোবাসি_তোকে

#লেখিকা_ইসরাত_জাহান

#সিজন_০৩

#পর্বঃ ৫

দেখতে দেখতে কেটে গেলো এক মাস।

আজ খান বাড়িতে খুশি জোয়াড় ভেসে বেড়াচ্ছে।

সবাই ব্যস্ত যার যার কাজে।

মেঘ বন্যা মিলে রান্নার কাজে সাহায্য করছে আকলিমা খান। কয়েকমাস পরে আজ আকলিমা খান রান্না করার সুযোগ পেয়েছে। এতদিন তো রান্না ঘরে আসার সুযেগই পেতো না।

সুযোগ পেতো ঠিক তা নয়, মেঘ আর বন্যা আসতে দিতো না রান্না ঘরে।

আজ দীর্ঘ ৫ বছর পর খান বাড়ির ছোট ছেলে ইকবাল খান এ ছেলে আদি পড়াশোনা শেষ করে জাপান থেকে বাড়িতে আসছে।

তার আয়োজন চলছে খান বাড়িতে । আদি মা আকলিমা খান সকাল থেকে রান্না কাজ করছে। ছেলের সকল পছন্দের খাবার রান্না করছে।

দুই দিন আগে আদি কল করে জানিয়ে আজকে দেশে আসবে। দুপুরে বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে পৌছাবে।

আত্মীয় স্বজন দের দাওয়াত দেওয়া হয়ছে । তারাও কিছু সময়ের মধ্যে চলে আসবে।।

দুপুর ১২ টায়।।

খান বাড়িতে আত্মীয় স্বজন দিয়ে ভরপুর । আমিনা খান (মোজাম্মেল, আলী আহমেদ, ইকলাম খানের বোন) মীম, আরিফ(মীমের জামাই), তিশা (মীম-আরিফের মেয়ে), আসিফ(ফুপাতো ভাই),জান্নাত (আসিফের বউ,) আসিফের ছেলে, আইরিন । সবাই চলে এসেছে।

মীম- আদির নানা বাড়ির আত্মীয় স্বজন কে ও দাওয়াত দেওয়া হয়েছে তাও চলে আসবে কিছু সময় পর।।

কিছুক্ষণ আগে আদি এয়ারপোর্টে পৌঁছেছে।

আবির,তানভীর , আহিয়ান, ইকবাল খান গিয়েছে আদি কে আনতে।। তারা বাইরে অপেক্ষা করছে।

আদি এয়ারপোর্টে এ সকল কাজ শেষ করে তাদের কাছে এসেছে ।

পৌঁছে প্রথমে বাবা ইকবাল খান কে জড়িয়ে ধরলো। এত বছর পর বাবা-ছেলে একসাথে হয়েছে । এত বছর পর ছেলে দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারলো না ইকবাল খান । নিরবে কান্না করছে। সেটা আর কেউ না বুঝতে পারলেও আদি বুঝতে পারছে, সেও বাবা কে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কান্না করছে। বাবারা এমনই হয় বাইরে শক্ত, কঠিন সাহসী একজন মানুষ হলেও সন্তান এ জন্য তাদের মনে কোমল,নরম একটা জায়গায় থাকে।।

আদি একে একে আবির- তানভীর এর সাথে কথা বললো। জড়িয়ে ধরে কুশল বিনিময় করলো।

আরিয়ান ছোট চাচ্চু কে জড়িয়ে ধরলো । আদি ও আরিয়ান কে কোলে তুলে নিলো। তারপর বাড়ির

উদ্দেশ্যে রওনা দিলো, রাস্তায় আরিয়ান আদি, সকলে গল্প করতে করতে খান বাড়িতে এ চলে এসেছে।।
আদি কে দেখে আকলিমা খান ছুটে এসে ছেলে কে জড়িয়ে ধরলো । এতদিন পর আদরের ছোট ছেলে কে দেখে মায়ের মন শান্ত হলো। আদি কে জড়িয়ে ধরে কান্না করে দিলো। মায়ের কান্না শুনে আদি ও শান্ত থাকতে পারবো না । সেও এত বছর পর মাকে পেয়ে চোখে আশ্রুতে ভরে উঠেছে।।
তারপর এসে বাড়ির সকলে সাথে কুশন বিনিময় করলো । ।
আদি- আসসালামু আলাইকুম বড় আব্বু, কেমন আছেন।
মোজাম্মেল খান - ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমম আছো বাবা, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি।

সকলের সাথে কথা বললো , খোঁজ খবর নিলো।
সবাই ড্রয়িং রুমে সোফায় বসে আড্ডা দিচ্ছে।
একেক জন একেক কথা বলছে আর সকলে হেসে উঠছে।
বাচ্চাররা একসাথে খেলাধুলা করছে আর একটু পর পর এটা সেটা জিজ্ঞেস করছে।।
আদি একে একে সকলে উপহার দিলো। বাচ্চা দের কে চকলেট , খেলনা। আর যার যার উপহার তার তার হাতে দিলো।
বাচ্চারা চকলেট খেলনা নিয়ে মারা মারি শুরু করে দিয়েছে । কে কয়টা চকলেট নিবে ।।
তার পর আরও কিছু সময় গল্প করে আদি ফ্রেশ হতে চলে গেলো।
আদি আসার কথা শুনে তার রুম নতুন করে সাজিয়ে , গুছিয়ে রাখা হয়েছে।।

রুমে ঢুকে আদি যেন পুরনো স্মৃতি একে একে মনে পড়ে যাচ্ছে । ৫ বছর পর নিজের বাড়িতে এসে আলাদা শান্তি লাগছে ।।

আদি ফ্রেশ হয়ে নিচে চলে এসেছে ।। আদি কে দেখতে নানা বাড়ি থেকে আত্মীয় স্বজন রা খান বাড়িতে এসেছে একটু আগে।।

তাদের সাথে কথা বলে। সকলে একসাথে খেতে বসলো।। খাওয়া দাওয়া পর আরও কিছু সময় আড্ডা দিলো। আদি বিদেশ জীবনের অভিজ্ঞতা , পড়াশুনা সকল কিছু জিজ্ঞেস করলো।।

সন্ধ্যা বেলা। সকলে ড্রয়িং রুমে বসে আছে । মেঘ বন্যা মিলে সন্ধ্যা নাস্তা রেডি করছে। মীম হাতে হাতে সাহায্য করছে।

মীম আদির মামা মামী, নানা বাড়ির আত্মীয় স্বজন চলে গিয়েছে দুপুরের পর ।।

#চলবে

#গল্প_আমৃত্যু_ভালোবাসি_তোকে

#লেখিকা_ইসরাত_জাহান

#সিজন_০৩

#পর্বঃ ৬

সন্ধ্যার পর খান বাড়ির পরিবেশ যেন এক অন্যরকম রঙে রাঙিয়ে উঠেছে।

বাড়ির চারপাশ আলোকসজ্জায় ঝলমল করছে।

আদির ফিরে আসার আনন্দে সবাই যেন একসাথে শ্বাস নিচ্ছে, একসাথে হাসছে।

আদি সবার মাঝে বসে থেকেও কোথায় যেন হারিয়ে আছে। তার চোখে-মুখে একটু ক্লান্তি, আর এক ধরনের আবেগ লুকানো।

হঠাৎ মেঘ পাশে এসে বসলো।

মেঘ:

— “কি রে আদি , এত চুপচাপ? কেমন লাগছে এতদিন পর বাড়িতে ফিরে?”

আদি একটা হালকা হাসি দিয়ে বললো—

— “সবকিছু যেন আগের মতোই আছে, অথচ অনেক কিছু বদলে গেছে। মা আগের মতোই মমতাময়ী, আর তোমরা আগের থেকেও বেশি আপন হয়ে গেছো।”

বন্যা পেছন থেকে চা আর স্ন্যাকস এর ট্রেটা নিয়ে এসে টেবিলে রাখলো।

বন্যা,

— এই যে ছোট দেবর , এখন না খেলে কিন্তু আবার জাপানে ফিরে যেতে হবে! সব খাওয়ার আগে তোকে ছাড়ছি না!”

সবাই হেসে উঠলো।

আদি হাতে তুলে নিলো তার প্রিয় চিকেন চপ আর চা। একটুখানি খেয়েই বললো,

— “এই স্বাদ জাপানে কোথাও পাইনি।"

মাঝে মাঝে আরিয়ান এসে কোলে বসছে, তার হাত ধরে কিছু না কিছু বলছে।

আদি আদর করে বললো,

— "তুই তো বড় হয়ে আমার মতোই হবি, হ্যাঁ?"

আরিয়ান মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ বললো, আর সবাই মুগ্ধ হয়ে সেই মুহূর্তটা দেখলো।।

আলী আহমেদ খান, মোজাম্মেল খান , ইকবাল খান আমিনা আর বাড়ির গিন্নি রাও বসে আড্ডা দিচ্ছে। মেঘ, বন্যা,মীম ও নিজেদের মধ্যে কথা বলছে আর হাসাহাসি করছে। বাচ্চারাও নিজেদের মধ্যে খেলা ধুলা করছে।

আসিফ, জান্নাত আইরিন বাড়িতে চলে গেছে ।। শুধু আমিনা আর মীম, আর মীমের মেয়ে তিশা রয়েছে খান বাড়িতে ।।

আলী আহমেদ খান - আদি পড়াশোনা শেষ করলে। এখন কি করবা, কিছু করার চিন্তা করেছো নাকি পারিবারিক বিজনেস এ যোগ করবা।

আদি - এখনও কিছু চিন্তা ভাবনা করি নি বড় আব্বু। । মাত্র আসলাম কিছু দিন সময় কাটাই তারপর সিদ্ধান্ত নিবো।

আমিনা - ছেলেটা মাত্র আসলো কিছু দিন ঘুরাঘুরি করুক সময় কাটাক তারপর না হয় কাজে যোগ করবে ।। এখনই কাজ করার জন্য জোর করিস না।

আলী আহমেদ খান আর কিছু বললো না। সেও সবার সাথে গল্প করলো।

এর মধ্যে আবির ও তানভীর অফিস এ কাজ শেষ করে বাসায় এসেছে । বিকাল এ জরুরি একটা কাজে অফিসে যেতে হয়েছিল। কাজ শেষ করে বাসায় এসেছে। বাসায় আসার পর আহিয়া, তৃধা

আবির, তানভীন কে জরিয়ে ধরেছে। তিশা ও দুই মামা কে পেয়ে খুশিতে , আনন্দে ভরে উঠেছে ।।
বন্যা আবির আর তানভীর কে চা নাস্তা দিয়েছে ।।
আদি - আবির ভাইয়া।
আবির- বলো
আদি - তুমি না বলেছিলে সারপ্রাইজ দিবে।
আবির- দিবো যখন বলছি সময় মতো পেয়ে যাবি।
তানভীর - আদি,ভাইয়া যখন বলছে দিবে। তখন আর চিন্তা করিস না। সময় মতো পেয়ে যাবি।
তানভীর, আবির পরিবার এ সাথে সময় কাটিয়ে উপরে গেলো ফ্রেস হতে।।
এদিকে মীম মেঘের কানে ফিসফিস করে কিছু একটা বললো।
মেঘ চোখ বড় করে তাকালো—
— "তুই সিরিয়াস?"

মীম হেসে বললো—

— "একদম সিরিয়াস। কাল সকালের সবার সামনে বলবে, মা ।"

মেঘ:

— “আদি জানে?”

মীম মাথা নাড়লো—

— "না, এটা একদম সারপ্রাইজ হবে ওর জন্য।"

একটা নতুন কৌতূহল যেন মেঘের চোখে। কয়েক বার মীম কে জিজ্ঞেস করলো কিন্তু মীম কিছু বললো না।

রাতে নিজের ঘরে শুয়ে আদি ছাদের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ ভাবে,

—বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না ।। বিছানায় থেকে উঠে ছাদে চলে

গেলো। রাতের নিস্তব্ধতা, ঠান্ডা , শীতল হাওয়া অনুভব করতে।

আর ঠিক তখনই...

তার মোবাইলের স্ক্রিন জ্বলে উঠলো।

একটা নতুন নাম্বার থেকে মেসেজ –

“তুমি ফিরে এসেছো, আদি ।।

কেমন আছো, তুমি?

আমরা কি আগের মতো হতে পারি না ?”

আদি স্তব্ধ হয়ে গেলো...

#চলবে...

ভেবেছিলাম আর লিখবো। কিন্তু কাল থেকে এত এত মেসেজ আর কমেন্ট না লিখে পারলাম না।

#গল্প_আমৃত্যু_ভালোবাসি_তোকে

#সিজন_০৩

#লেখা_ইসরাত_জাহান

#পর্ব৭

আদি মেসেজ টা পড়ে স্থির থাকতে পারলো না। হাজারটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরাঘুরি করছে।।ছাদ এ কিছু সময় পায়চারি করে রুমে চলে এসেছে।

রাত তখন প্রায় ১১টা। চারপাশ নিস্তব্ধ, শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে ।।

আদি বিছানায় বসে এখনো সেই মেসেজটার দিকে তাকিয়ে আছে—

“তুমি ফিরে এসেছো, আমরা কি আগের মতো হতে পারি না? ”

আদি কপালে হাত দিয়ে গভীরভাবে ভাবলো—

"কে পাঠালো এটা? আমি তো নাম্বারটা চিনতেই পারছি না।"

একটু দ্বিধা নিয়ে উত্তর দিতে চাইলেও আবার থেমে গেলো।

"এটা কি আমার পুরনো জীবনের কেউ?"

এমন সময় দরজায় নক হলো।

— “ভাই, ঘুমাওনি এখনো?”

মেঘ। হাতে এক গ্লাস দুধ।

আদি চমকে উঠে মোবাইলটা পকেটে রেখে দিলো।

মেঘ - তুমি এখনও ঘুমাও নি। আমি আরও দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিলাম তুমি আবার ঘুমিয়ে গিয়েছো কিনা।

আদি:

— “না, একটু ভাবছিলাম।”

মেঘ:

— “কী ভাবছো?”

আদি হালকা হেসে বললো:

— “বাড়ির কথা।। তোমাদের সাথে এত দিন পর দেখা হলো। সামনে কি কি প্ল্যান করা যায় কিভাবে

সময় কাটানো যায়।। তোমরা না থাকলে এত আনন্দ হতো না।”

মেঘ গ্লাসটা তার হাতে দিয়ে বললো:

— “ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। কাল সকালে তোমার জন্য একটা স্পেশাল সারপ্রাইজ আছে।”

আদি:

— “সারপ্রাইজ? সেটা কী?”

মেঘ রহস্যমাখা হাসি দিয়ে চলে গেলো।

সকালে খান বাড়ি

আত্মীয়-স্বজনদের ভিড়, ঘরে নতুন করে সাজানো ফুল।

মনে হচ্ছে যেন আজও কোনো উৎসব।

মীম এসে আদিকে বললো—

— “চল, সবাই ড্রয়িং রুমে অপেক্ষা করছে।”

আদি কিছু না বুঝে ড্রয়িং রুমে ঢুকলো।

ইকবাল খান, আবির, তানভীর—সবাই বসে আছে।

আকলিমা খান মুখে এক প্রশান্তির হাসি।

আকলিমা খান হঠাৎ বললেন:

— “আদি, তোমার জন্য আজ একটা সুখবর আছে।”

আদি:

— “সুখবর?”

আকলিমা খান - বাড়ির সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করবো। আমরা একটা মেয়ে দেখেছি। আর তেমার যদি কোন পছন্দ থাকে বলতে পারো।।

আদি - মা আমি এখনই বিয়ে জন্য প্রস্তুত নই। ুকটু সময় দেও আমাকে

আবির - কেন কাউকে পছন্দ করিস নাকি। করলে বলতে পারিস। আমরা প্রস্তাব দিয়ে বিয়ে করিয়ে নিয়ে আসবো।।

মেঘ আর বন্যা দুষ্টু হাসি দিলো।।।

আলী আহমেদ খান - আদি, ভয় না পেয়ে বলে দেও কাউকে পছন্দ করো কিনা।। এই খান বাড়ির ছেলে মেয়েরা ভালোবাসা জন্য পিছু পা হয় না। শত কষ, যোদ্ধ করে হলেও ভালোবাসা বাসার মানুষকে বিয়ে করে জীবনসঙ্গী করে নিয়েছে। তুমি আবার বাদ যাবে কেন।।

সকলের মুখে এক দুষ্ট ও প্রশান্তির হাসি।।

ইকবাল খান - আদি, বাবা বল পছন্দ থাকলে। মেয়ে ভালো হলে আমরা বিপক্ষে যাবো না। ভয় করিস না।।

আদি কিছু বলতে যাবে এমন সময় বাড়ির ড্রয়িং রুমের দরজা দিয়ে এক পরিচিত মুখ দাড়িয়ে আছে । ওই মুখটা দেখে আদি মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে গেলো।

তার চোখ স্থির হয়ে রইলো মেয়েটার দিকে।

— "রাই?" আদি অবাক হয়ে বললো।

মেয়েটি মিষ্টি হেসে দাঁড়িয়ে রইলো।

— “ফিরে এসেছো অবশেষে?”

সবার সামনে এক অদ্ভুত নীরবতা নেমে এলো।

মেঘ আর বন্যা চমকে তাকালো।

রাইয়ের চোখে যেন কিছু প্রশ্ন জমে আছে।

আদি কিছু বলতে চাইলেও গলা শুকিয়ে গেলো।

তার চোখের সামনে যেন অতীতের এক টুকরো ইতিহাস ভেসে উঠলো।

রাই...

এক সময়ের পরিচিত নাম, আজ অনেকটা অচেনা লাগছে আদির কাছে।

ড্রয়িং রুমে এক মুহূর্তের নীরবতা, সবাই যেন দম বন্ধ করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

আদি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো—

— “তুমি হঠাৎ... এখানে?”

রাই একটু হাসলো, চোখে পানি জমে উঠেছে।

রাই:

— “তুমি জানো না আমি আসবো?”

আদি বিস্মিতভাবে মাথা নাড়লো—

— “না, আমি কিছুই জানি না। এই সারপ্রাইজটার কথাই বলেছিলে তোমরা । বাড়ির মানুষের দিকে তাকিয়ে বলল।

তখনই মীম বলল

— “আদি, এটা আমাদের সবার প্ল্যান ছিল। তোমার ফেরার খুশিতে রাইকেও দাওয়াত দিয়েছি। শুধু পুরনো স্মৃতি নয়... তোমাদের বন্ধনটা আবার নতুন করে জুড়ুক— এই চাওয়া থেকেই।”

আদি চুপ।

তার চোখে একধরনের দ্বিধা।

রাই সামনে এগিয়ে এসে বললো—

— “আমি জানি, হুট করে এভাবে এসে তোমার মনে অনেক প্রশ্ন তুলেছি।

কিন্তু আমি চাই তুমি জেনে রাখো, আমি তোমাকে ভুলে যাইনি।

তোমার পাঠানো শেষ মেইলটার জবাব দিতে পারিনি, কিন্তু... প্রতিদিন পড়েছি।”

আদি এবার চোখ সরিয়ে ফেললো।

আদি (নিচু গলায়):

— “তোমাকে ভুলিনি আমিও, কিন্তু সময়... সময় অনেক কিছু বদলে দেয়, রাই।”

রাই:

— “হ্যাঁ, সময় বদলায়। কিন্তু অনুভূতি? সেটা বদলায় কি?”

বাকিদের উপস্থিতি কিছুটা অস্বস্তিকর লাগছিল আদির কাছে।

আকলিমা খান বিষয়টা বুঝে উঠে দাঁড়ালেন—

— “আদি, রাই তো আমাদের ঘরেরই মেয়ে। ও এখন থেকে এখানেই কিছুদিন থাকবে। পুরনো কথা মনে করে কষ্ট যেন না পায় কেউ, সেই চেষ্টাই করবো।”

রাই খান বাড়ির অতিথি রুমে উঠে গেলো।

আদি নিজের ঘরে ফিরে এলো।

দরজা বন্ধ করে আয়নার সামনে দাঁড়ালো।

মনে মনে শুধু একটা প্রশ্ন ঘুরছে—
“রাই কি সত্যিই ফিরে এসেছে নতুন করে শুরু করতে?”
না কি শুধু পুরনো হিসেব চুকাতে?
এদিকে মেঘ ও বন্যা দুজনে রাইয়ের ঘরে গেলো।
মেঘ:
— “তুমি এখনো ওকে আগের মতো ভালোবাসো?”
রাই মৃদু হাসলো—
— “ভালোবাসা কখনো শেষ হয় না মেঘ।
শুধু লুকিয়ে যায়, অপেক্ষা করে ঠিক সময়ের।”
বন্যা কৌতূহল নিয়ে বললো—
— “তোমাদের মাঝে এমন কী হয়েছিল যে পাঁচ বছর যোগাযোগ ছিল না?”
রাই দীর্ঘশ্বাস ফেললো...

— “সেটা তো এক পুরনো গল্প, যা কিছু না বলা কথা কিছু ভিল বোঝাবুঝি। যা আমাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে দিয়েছিল। সেটা আর বাড়াতে চাই না।।
আদি কে আমি অনেক বেশি ভালোবাসি, তাকে আর হারাতে চাই না।।
মেঘ - কি এমন ভুল বোঝাবুঝি হয়ে ছিল যার জন্য তোমাদের মধ্যে এত দিন কথা হয় নি দূরত্ব বেড়ে গেছে।।
রাই একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলা শুরু করলো -
#চলবে
#গল্প_আমৃত্যু_ভালোবাসি_তোকে
#লেখা_ইসরাত_জাহান
#সিজন_০৩
#পর্ব_৮
রাইয়ের পুরো নাম #রাইজা_আনোয়ার_রাই।।

ছোটবেলায় ওর পরিবার পাশের শহরে থাকতো।
ওর বাবা ছিলেন সরকারি চাকরিজীবী, মা স্কুল টিচার।
তাদের পরিবার খান বাড়ির দূর সম্পর্কের আত্মীয়—ওর মা, আকলিমা খানের মামাতো বোন।
রাই প্রথম আসে খান বাড়িতে মীমের বিয়েতে, তখন আদি ক্লাস টেনে পড়ে।
প্রথম দেখাতেই রাইয়ের হাসিমাখা চেহারা, সাহসী আচরণ আর স্পষ্টভাষিতা আদি'কে অন্যরকমভাবে আকর্ষণ করেছিল।
তারপর শুরু হয় বন্ধুতা, ধীরে ধীরে গাঢ় হয় সম্পর্ক।
কলেজে পড়ার সময় ওদের ভালোবাসা গভীর হয়ে ওঠে।।
খান বাড়িতেও রাই মীমের বিয়ের পর মাঝেমধ্যে আসতো। মেঘ-বন্যা ছিল রাইয়ের বড় আপুর মতো।

মীমকেও আপু বলে ডাকতো। বয়সের বেশি পার্থক্য নেই ।। বয়সের হিসেবে মীম ২/৩ বছরের বড়।

রাই আদি'র প্রথম ভালোবাসা।

আর আদি ছিল রাইয়ের সবকিছু।

আমরা দুজনেই স্বপ্ন দেখতাম—

একসাথে বিদেশে পড়তে যাব, প্রতিষ্ঠিত হয়ে একদিন ঘর বাঁধবে।

কিন্তু হঠাৎ এক ঝড় বয়ে যায় আমর জীবনে।

আমার বাবার হঠাৎ ব্রেইন স্ট্রোক হয়।

ডাক্তারের পরামর্শে দ্রুত কানাডা যেতে হয় চিকিৎসার জন্য।

আমি যেতে না চাইলেও বাধ্য হই পরিবারের সিদ্ধান্তে।

যাওয়ার আগে এক রাত আগে আদি'কে চিঠি লিখে দিয়েছিলাম কিন্তু সেটা পৌঁছায়ছে কিনা জানি নাই কখনো।

আর বিদেশে গিয়ে... আমি যোগাযোগ হারিয়ে ফেলি। আমার বাবার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। আর বিদেশে যাওয়ার আগে পুরাতন ফোন-ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়, নতুন সিম কিনতে হয়।। আর আদির নম্বর টাও হারিয়ে ফেলি।। ফোন নম্বর এ একটা ডিজিট মনে করতে গিয়েও করতে পারি নি।।

আমি ভীষণ চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে পারেনি আদির সঙ্গে।।

একদিকে বাবার অসুস্থতা, অন্য দিকে আদিকে না বলে আসা আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল।

আদি ভেবেছিল,তার রাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে।। কিন্তু জানে না আমি কত চেষ্টা করেছি ওট সাথে

যোগাযোগ করার।। তোমাদের সাথে আদিকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ও পারি নি। যদি ভুল বোঝ। আদির সমস্যা হয়।

অপেক্ষা করি চিঠির উওরের কিন্তু আসে না, কোনো উত্তর না পেয়ে ভেঙে পড়ি।

পরে জানতে পারি আদি নিজেকে সামলে নিয়ে জাপানে পড়তে চলে গেছে।।

সেই থেকে পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে...

রাই কথা শেষ করলো।

বন্যা মেঘ নিশ্চুপ।

মেঘ- "তুমি যদি আদিকে একটু সময় দাও, তাহলে দেখবে— ও এখনো সেই আগের আদি রয়েছে।। তোমার প্রতি ভালোবাসা ওর চোখে এখনো আগের মতোই ঝলমল করে।"

বন্যা হেসে বললো—

— আমরা সবসময় চাই তুমি আদি সুখী হও।।
আমরা তোমাকে(রাই) স্বাগত জানাতে প্রস্তুত—
শুধু এবার, কেউ কাউকে ছেড়ে যেও ন।”
রাই হেসে মাথা নিচু করলো।
এর মধ্যে মীম এসে তাদের মাঝে যুক্ত হলো
মীম— “তুমি জানো, আদি এখনো তোমার দেওয়া
সেই বইটা রেখে দিয়েছে?”
রাই বিস্মিত হয়ে বললো:
— “কোন বইটা?”
মীম হেসে বললো:
— “‘তোমায় ভালোবেসে...’, শেষ পাতায় তোমার
ছোট্ট একটা চিঠি ছিল। ও সেটা আজও পড়ে
মাঝেমধ্যে।”
রাইয়ের চোখ ঝাপসা হয়ে উঠলো।
রাই (মনেই ভাবলো):

“ভালোবাসা যদি সত্যিই এতটা গভীর হয়... তাহলে এবার আর হারাতে চাই না।”

রাই আবার বলা শুরু করলো - এরপর একদিন বাধ্য হয়ে আবির ভাই কে আমাদের সম্পর্কে কথা জানাই।।

মীম বন্যা মেঘ বললো সেটা জানিয়েছে আবির ভাই আমাদের ।। পরিবারের সবাই কে বলেছে। কিন্তু তোমাদের দূরত্ব কারণ জানতাম না।

এদিকে আদি মনে রাইয়ের আগমন নিয়ে হাজার প্রশ্ন মাথায় ঘুরাঘুরি করছে ।। আয়নায় নিজেকে দেখছে আর প্রশ্ন করছে। কেন রাই আবার আসলো আমার জীবনে, আর পরিবার কিভাবে জানে আমাদের কথা ।। আমি তো মা - বাবা বড় আব্বু কে তো বলি নি। মা কিভাবে জানলো আর কে বা বললো বাড়ির সবাই কে? একে একে প্রশ্ন করে যাচ্ছে নিজেকে।

এরমধ্যে আবির আর তানভীর আদির রুমে আসলো।
আবির - আমি বলেছি রাইয়ের কথা বাড়িতে। আর তোকে যে সারপ্রাইজ এ কথা বলেছিলাম এটাই হলো সেই সারপ্রাইজ ।।
আদি - মানে! আর তুমিই কিভাবে জানলে ।
তানভীর - আদি! আজ পযন্ত কেউ কি ভাইয়ার চোখ এর আড়ালে কেউ কিছু করতে পেরেছি।। আগে পরে ভাইয়া ঠিকই জানতে পারে।
আবির - আর করার চেষ্টা ও করিস না, করলেও কোন লাভ নেই । আবির এ চোখ আড়াল করা এত বড় তোরা হইস নি।
এর পর আবির আদি কে আগের কাহিনি বলা শুরু করলো ।।
আদি, তোকে আর রাই কে হালকা নজরে পড়ছিল মীমের বিয়ের সময়।। তখন বাড়িতে অনুষ্ঠান, আত্মীয়

স্বজন দের ভীড় , সবাই আনন্দ করছে দেখে তেমন পাত্তা দেই নি।

কিন্তু মীম বিয়ের পর রাই এর এ বাড়ির আসা, যোগাযোগ একটু বেশি হয়েছিল । সেটা আমার নজর এ পড়ে । তারপর স্কুল কলেজ এ তোদের একসাথে দেখি । তোরা একসাথে প্রায়ই ঘুরাঘুরি করতি, আড্ডা দিতি।। সেটা খালাতে ভাই-বোন এ সম্পর্ক থেকে বেশি কিছু ।। এর পর কলেজ এ শেষের দিকে তুই ও পড়াশোনা করতে জাপান চলে গেলি। তোকে বলবো বলবো বলে আর বলা হয় নি ।।

বিদেশ এ পড়া অবস্থা

তোকে টেনশনে ফেলতে চাই নি ।।। আমি তানভীর মনে করছি তোদের সম্পর্ক ভালো আছে । মেয়ের সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখছি ভালো পরিবার এ মেয়ে । দ্বিমত করার প্রশ্ন উঠে।

কিন্তু হঠাৎ এই রাইয়ের আমার সাথে যোগাযোগ একটু ভাবায়। একবছর আগের কথা। হঠাৎই আমার ফোন এ একটা অপরিচিত নম্বর আসে।

ফোন রিসিভ করে অপর পাশে মেয়ে কণ্ঠ শুনে একটু আবাক হই।

রাই - আসসালামু আলাইকুম, আবির ভাই। আমি রাই বলছি।

আবির - ওয়ালাইকুম আসসালাম।

রাই - আমি মীম আপু আর আদির খালাতো বোন রাই বলছি।।

আবির - হ্যা, চিনতে পেরেছি । কিন্তু হঠাৎ আমাকে কেন কল করেছো।

রাই - আবির ভাই। আপনার সাথে একটা জরুরি কথা ছিল ।। দেখা করতে পারি ।

আবির - আমি মনে মনে ভাবছিলাম তোকে কল দিবো। এমধ্যে রাই বলে - আদি কে আগেই আমার বিষয় এ কিছু বলবেন না।

যেটা আমাকে একটু ভাবায়।

রাই - প্লিজ আবির ভাই আমি একটু দেখা করতে চাই।

পরে আমি একটা রেস্টুরেন্টে এ ঠিকানা দেই। পরের দিন বিকাল ৪ টায় সময় দেই। আমি -তানভীর গিয়ে দেখি রাই আগে থেকে বসে আছে।

তারপর তোর আর রাইয়ের সম্পর্কে কথা, দূরত্বের কথা সবকিছু বলে।

আদি - কি বলেছে রাই।

আবির - সেটা না হয় রাইয়ের মুখ থেকে শুনে নিস।। আর রাই তোকে সত্যি ভালোবাসে।। একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য সম্পর্ক নষ্ট করিস না।।

আর তুই যখন বললি বাড়িতে আসবি তার দুই সপ্তাহ আগে আমি পরিবারের সবাই কে জানাই। আর, ছোট আম্মু(আকলিমা খান) কে বলি রাই কে জানতে। আর পরিবার এ সাথে কথা বলতে।।

আদি -পরিবার এত সহজে মেনে নিয়েছে। ।

আবির - সেটা তোকে ভাবতে হবে না। তুই যদি সত্যি রাইকে ভালোবাসিস।। তোর মনে যদি একটু পরিমাণ রাইয়ের জন্য ভালোবাসা থেকে থাকে তাহলে দুই জন কথা বলো সমাধান করে নে।

আদি - আমিও তো রাই কে সত্যি ভালো বাসি। ওর প্রতি অনুভূতি এখন ও রয়েছে ।

আবির - তাহলে কথা বল।। এই সুযোগ হাত ছাড়া করিস না।

আদি কে আরও কিছু সময়বুঝিয়ে আবির তানভীর রুমে থেকে চলে আসে।

এভাবে কেটে গেল সারাদিন । রাই আদি এখনও কেউ কারোর সাথে দেখা করে নি।

কিভাবে কি শুরু করবে কি কথা বলবে কিছু বুঝতে পারছে না আদি। সব কিছু যেন একটা গোলক ধাঁদা মতো লাগছে।।

সন্ধ্যায় পরিবার এ সকলে হালকা চা নাস্তা করলো, আড্ডা দিল। সবাই সবার কাজে ব্যস্ত ।।

হঠাৎ আলী আহমেদ খান বলল- আদি এখনও সময় রয়েছে ভেবে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেও। তুমি কি সম্পর্কে থাকতে চাও নাকি পিছিয়ে আসতে চাও।।

মোজাম্মেল খান - কাউকে ভালোবাসলে সেই ভালোবাসা মানুষের প্রতি দৃঢ় থাকা লাগে।। হালকা আঘাতে যেন ভেঙে না যায়।।

আলী আহমেদ খান - আদি, তোমার কাছে এগুলো স্বপ্নের মতো লাগতে পারে। পরিবার এ বড়রা কেন এরকম কথা বলতেছে।।

আমরা ও আগে এই প্রেম ভালোবাসার বিপক্ষে ছিলাম।। যেই প্রেম ভালোবাসা জন্য তোমার ফুফুকে কত বছর পরিবার এ সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা লাগছে।।

কিন্তু এখন সময় পরিবর্তন হয়েছে সাথে মন মানসিকতাও। দেখ তোমার বড় ভাই আপু রাও কিন্তু প্রেম করে বিয়ে করছে।

তাদের ভালোবাসা ছিল প্রখর কোন বাঁধা মানে নি। সবার সাথে লড়ে গেছে কিন্তু ভালোবাসা থেকে পিছু পা হয় নি।।

এখন তোমার জীবন তুমি সিদ্ধান্ত নেও কি করবে। পরবর্তী তে জেন আফসোস করতে না হয়।।

ইকবাল খান - আদি এখনও সময় আছে নিজের মন কে বুঝো।। এখন সিদ্ধান্ত তোমার তুমি কি চাও। আমাদের সাপোর্ট তোমার সাথে রয়েছে । কিন্তু একটাই কথা পরবর্তী তে যেন তোমার চোখ এ আফসোস এ ছাপ না দেখা লাগে।।

রাতের খাবার শেষ।

সকলে নিজের ঘরে চলে গেছে।

বাড়ির চারপাশ নিস্তব্ধ, শুধু মাঝেমাঝে দমকা বাতাসে জানালার পর্দা নড়ে উঠছে।

আদি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল।

হঠাৎ পেছন থেকে ধীর পায়ে কেউ এসে পাশে দাঁড়ালো— রাই।

রাই:

— “তোমার মনে আছে, প্রথম যে চিঠিটা তুমি আমাকে দিয়েছিলে, তাতে তুমি লিখেছিলে—
‘তুমি এলে সব কষ্ট ভুলে যাই। তুমিই আমার ঘর।’
আজ এতদিন পর, আমি এসেছি... আমি কি এখনো সেই ঘর?”

আদি চুপ করে ছিল।

কিছুক্ষণের নীরবতা ভেঙে বললো—

— “ভুলিনি রাই, কিন্তু ভুলে থাকার অভিনয় শিখে গেছি।

তুমি হঠাৎ করে হারিয়ে গিয়েছিলে।

আমি তোমার উত্তর পাইনি, খোঁজ পাইনি... জানতেও পারিনি কেন?”

রাই চোখ নামিয়ে ফেললো।

— “আদি, আমি তোমার জীবন থেকে ইচ্ছা করে সরে যাইনি।

আমার বাবা তখন খুব অসুস্থ ছিল, আর হঠাৎই ওদের সাথে আমাকে কানাডা যেতে হয়।
তখনকার সময়টায় আমার জীবনের উপর নিজের কোনো অধিকারই ছিল না।
তোমাকে বোঝানোর সুযোগ পাইনি।”
আদি মৃদু হেসে বললো—
— “তুমি বোঝাতে চেয়েছিলে, কিন্তু সময় বোঝেনি, তাই তো?”
রাই এবার চোখে পানি নিয়ে তাকালো—
— “তুমি কি মনে করো আমি ভালো ছিলাম তোমাকে ছেড়ে?
আমি প্রতিদিন তোমার মেইল পড়তাম, কিন্তু লিখতে পারতাম না।
মনের ভেতর এত অপরাধবোধ ছিল... ভাবতাম, তুমি যদি আর অপেক্ষা না করো?”

আদি ধীরে ধীরে বললো—

— “আমি অপেক্ষা করেছিলাম...

কিন্তু আজ যখন তুমি হঠাৎ ফিরে এলে,

আমি নিজেকেই চিনতে পারছি না।

এই সময়টা আমাদের জন্য তৈরি তো?

না কি শুধু মনে করিয়ে দিতে এসেছে, আমরা কী হারিয়েছিলাম?”

রাই ধীরে ধীরে কাছে এসে বললো—

— “আদি, যদি বলো শুরু করা যাবে না— তাহলে আমি ফিরে যাবো।

কিন্তু যদি এখনো মনে হয়, কিছু বাকী আছে...

তাহলে চলো, দুজন মিলে শেষটাকে নতুনভাবে লেখা যাক।”

আদির চোখ রাইয়ের চোখে।দুজনের চোখাচোখি হতেই রাই চোখ সরিয়ে নিলো , অজান্তেই

রাই হেসে ফেললো।

আদি মাথা নিচু করে বললো—

— “তুমি যদি চাও, আমি আবার শুরু করতে রাজি। কিন্তু এবার তোমাকে হারাতে চাই না।”

রাই তার হাত ধরে বললো—

— “আমি এবার হারাতে আসিনি, ফিরে এসেছি। চিরদিনের মতো।”

দূরে কোথাও ঘড়ির কাঁটা রাত ১২টা বাজার শব্দ দিলো।

পুরনো গল্পটা যেন আবার শুরু হলো...

নতুন একটা রঙে, নতুন এক প্রেক্ষাপটে।

রাত অনেকটা পেরিয়ে গেছে।

আদি আর রাই একসাথে বারান্দায় বসে আছে।

নীরবতা কখনো কখনো ভাষার চেয়ে অনেক বেশি গভীর হয়।

দুজনেই নিজের নিজের অনুভব গুছিয়ে নিতে চাইছে। মাঝে মাঝে হালকা বাতাসে আদি'র কপালের চুল উড়ছে, রাই সেই চুল সরিয়ে দিতে গিয়েও আবার হাত গুটিয়ে নিচ্ছে।

হঠাৎই রাই বলল— "আদি, একটা কথা বলবো?"

আদি তাকালো— "হুম, বলো।"

রাই চুপ করে একটু সময় নিয়ে বলল— "তুমি কি কখনও অন্য কাউকে ভালোবেসেছিলে আমার পরে?"

আদি একটু হেসে বলল— "ভালোবাসা একটা নাম্বার লিস্ট না রাই, যেখানে তুমি প্রথমে ছিলে, এরপর কেউ দ্বিতীয় হয়ে আসে।

ভালোবাসা একটাই হয়, একবার হয়।

তোমার পরে অনেককে দেখেছি, অনেক কথা শুনেছি... কিন্তু মনটা কোনোদিন সাড়া দেয়নি।

তোমাকে ভুলিনি, শুধু ভুলে থাকার অভিনয় শিখেছি।"

রাই চোখ নামিয়ে ফেললো। মনে হচ্ছিল বুকের ভিতর কেমন করে উঠছে।

একটু পর...

মেঘ আর বন্যা চুপি চুপি বারান্দার পাশের জানালা দিয়ে উঁকি দিলো।

বন্যা হালকা ফিসফিস করে— "এইবার হয়তো কাজ হয়ে গেলো!"

মেঘ চোখ রাঙিয়ে বললো— "চুপ করে থাক না! সব শুনে ফেললে আবার পিছিয়ে যাবে!"

আদি হঠাৎ ওদের দেখতে পেয়ে বলল— "ভেতরে আসো! লুকিয়ে লুকিয়ে কী করো?"

মেঘ ও বন্যা হেসে ঢুকে পড়লো। বন্যা বললো— "তোমাদের এই পুরনো প্রেম নতুন রঙে খুব ভালো মানায়!"

রাই একটু লাজুক ভঙ্গিতে বললো— “তোমরা আগে থেকেই জানতে?”

মেঘ একগাল হেসে বলল— আমরা জানতাম না, আমরা চাইতাম।

আদি যেন আবার হাসে, তোমার চোখে যেন পুরনো সেই আলো ফিরে আসে।

সেটাই চেয়েছিলাম।

এই সময়, আবির ও তানভীরও বারান্দায় এসে যোগ দিলো।

আবির—

তোমরা যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো, তাহলে আর বিলম্ব নয়।

পরিবারের সবাইকে জানিয়ে দাও।

আমরা সবাই আছি, পাশে আছি।

তানভীর একটু সিরিয়াস মুখে বললো— তবে আদি, রাই...

এই সম্পর্কে এবার যেন কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয়।

তোমরা কথা দিয়ে কথা রাখবে, এইটুকুই আশা করি।

আদি রাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল— আমি এবার ভুল করতে চাই না।

জীবন অনেক বড়, কিন্তু ভুল করে সেই ভালোবাসাকে হারিয়ে ফেলা অনেক বড় কষ্ট।

রাই, তুমি যদি চাও, তবে আগামীকালই বাবা-মা'র সাথে কথা বলবো।

রাই মাথা নিচু করে বললো— আমি পাশে আছি...

আগেও ছিলাম, এবার গোপনে নয়— প্রকাশ্যে থাকবো।

পরদিন সকালে খান বাড়িতে একটা ভিন্ন উন্মাদনা। খান সাহেব, আলী আহমেদ খান, মোজাম্মেল, ইকবাল খান— সবাই বসে আছেন ডাইনিং স্পেসে।

আদি মাথা নিচু করে বললো— আব্বু... আমি একটা কথা বলতে চাই।

আলি আহমেদ খান গম্ভীর গলায় বললেন— বলো।

আদি একটু থেমে বললো— আমি রাইকে বিয়ে করতে চাই। আমাদের সম্পর্কটা আগেও ছিল, আজও আছে। শুধু সময় আর বাস্তবতা আমাদের আলাদা করেছিল। এবার আর ভুল করতে চাই না।

ঘরের মধ্যে কিছু সময় নীরবতা নেমে এল।

তারপর মোজাম্মেল খান মুচকি হেসে বললেন— আমার পক্ষ থেকে সম্মতি আছে।

ভালোবাসা টিকিয়ে রাখাই আসল, আর তোমরা সেটা প্রমাণ করেছো।

আলি আহমেদ খান মুখে একটু কঠোরতা রেখেই বললেন— শর্ত একটাই— রাইকে আমরা এখন থেকে আমাদের পরিবারের মেয়ে হিসেবে দেখতে চাই। সন্তান হিসেবে, অতিথি হিসেবে নয়।

রাই এবার উঠে এসে বললো— আমিও এই পরিবারকে নিজের পরিবার হিসেবে গ্রহণ করতে চাই।

আমি কখনোই কারও কষ্টের কারণ হবো না।

ইকবাল খান হেসে বললো— তবে তো বিয়ের প্রস্তুতি শুরু করা যায়!

চারপাশ হঠাৎ করেই এক অন্যরকম আনন্দে ভরে উঠলো।

বাড়ির বুড়ো-ছোট সবাই যেন এই শুভ সংবাদে একাত্ম।

মেঘ বললো— “আমরা প্ল্যান শুরু করে দিই! রাইয়ের গায়ে হলুদ, বিয়ের ড্রেস, মেহেদী, নাচ, গান... সব হবে ধুমধাম করে!”

বন্যা— “আমি রাইয়ের ব্রাইডসমেইড হবো! কেউ বাঁধা দিতে পারবে না!”

সবাই হেসে উঠলো।

আর বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে, আদি আর রাই— চোখে এক স্বপ্ন নিয়ে, জীবনের নতুন পথচলার শুরু একসাথে।

খান বাড়ির প্রতিটা কোণে যেন রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে আনন্দের রংতুলি।

আদি আর রাইয়ের নতুন করে পথচলার ঘোষণা যেন এক মোহনীয় বাঁশির সুর হয়ে বেজে উঠেছে সবার মনে।

সকল আত্মীয় স্বজন দের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।
রাইয়ের পরিবার, আদির নানা বাড়ির আত্মীয় স্বজন।
আমিনা খানের পরিবার সকলেই বলা হয়েছে ।।
রাইয়ের বাবার বাড়ির আয়োজন খান বাড়িতে হবে
হবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।।
প্রথম এ রাইয়ের মা। তার পরিবার অমত করলেও
পরবর্তী তে রাড়ি হয়ে।।
রাইয়ের ঘরজুড়ে সাজসজ্জা চলছে পুরোদমে।।
মেঘ, বন্যা, মীম, আইরিন মিলেই ঠিক করেছে—আজ
রাইয়ের প্রি-ওয়েডিং শুট, আর সাজে থাকবে
রাজকীয় ছোঁয়া।
রাই আয়নার সামনে বসে। পরনে মেরুন লেহেঙ্গা,
গলায় হালকা জড়ানো মুক্তার হার।
চোখে লাজুক আনন্দ, ঠোঁটে চাপা হাসি।
মেঘ বলল –

— “রাই, জানো? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ঠিক কোনো রাজকুমারীর গল্প থেকে উঠে এসেছো!”

রাই হেসে বলল –

— “ভয় পাচ্ছি মেঘ আপু ... আবার যদি কিছু খারাপ হয়? আবার যদি...”

মেঘ রাইয়ের মুখ চেপে ধরলো –

— “না! এইবার কিছুই হবে না। আদি আছেই, এবার ভালোবাসা রক্ষা পাবে..তোমার কোন ভয় নেই আর আমরা তো রয়েছি.!”

মীম - রাই, কোন ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই । তুই শুধু এটা ভাব বিয়ের তে কিভাবে সাজবি। কি করবি? আজ থেকে আমি তোর বড় ননদ হই, সম্মান দিয়ে কথা বলি। আদর যত্নে কোন কমতি চায় না । এই বলে সকলে হেসে দিল।

অন্যদিকে...

আদি, তানভীর, আবির আর রাকিব, আসিফ, আরিফ সবাই মিলে শুটিং লোকেশন ঘুরে দেখছে।

আদির পরনে অফ হোয়াইট শেরওয়ানি, সাদা পাগড়ি, চোখে কৌতূহল আর ভালোবাসার মিশেল।

তানভীর বলল –

— “তোর চোখে এখন দেখছি রীতিমতো ‘গল্পের বর’ ভাব! ছবি দেখে মেয়েরা তো ইনবক্স ভরিয়ে ফেলবে!”

আদি হেসে বলল –

— “আমার চোখে এখন শুধু একজনই থাকে—রাই।”

ফটোশুটে এর জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে একটা পুরনো রাজবাড়ির পেছনের বাগান।।

কিছু সময়ে মধ্যে মেঘ বন্যা আইরিন, রাই কে নিয়ে রাজবাড়ী তে পৌঁছে গেছে ।

বাচ্চা রাও অনেক দিন পর বাইরে ঘুরতে এসে তাদের আনন্দ বাধ মনছে না। সারা রাজবাড়ী ঘুরে দেখছে। দৌড়াদৌড়ি করছে।।

মেঘ বন্যা কে তাড়া দিচ্ছে রাইকে নিয়ে আসার জন্য তাড়াতাড়ি ছবি তোলার কাজ শেষ করতে হবে না হলে সন্ধ্যা সময় ছবি ভালো আসবে না।।

ফটো তুলার জন্য কয়েক জন ভালো ফটোগ্রাফার কে নিয়ে আসা হয়েছে।

ফুলের আলপনা, মাটির প্রদীপ আর ঘাসভরা পথ ধরে দুজন হাঁটছে হাতে হাত রেখে,রাই আদি।

অনেক ভাবে দাড়িয়ে সুন্দর মূহুর্ত গুলো ক্যামেরা বন্দি করে রাখা হচ্ছে।

অন্য দিকে বাকি রাও নিজের ছবি তোলার ব্যস্ত।

ছবির মুহূর্তগুলো যেন ভালোবাসার ইতিহাস লিখে রাখছে।

আদি রাইয়ের কানে ফিসফিস করে বলল –

— “এবার যদি কখনও হারিয়ে যাও, খুঁজে আনবো। কিন্তু এবার তোমাকে হারাবো না... কথা দিলাম।”

রাই মৃদু হাসল।

অন্যদিকে আবির মেঘ এ পাশে এসে দাড়িয়ে রয়েছে সেটা মেঘ বুঝতে পারে নি। আবির পকেটে থেকে একটা বেলি ফুলের মালা মেঘের খোঁপায় বেঁধে দিয়েছে।মেঘ আজকে নিজেকে বাঙালী বধু মতো সাজিয়েছে। চুল গুলো খোঁপা করে নিয়েছে, পরনে সুতি বাঙালি শাড়ি, মুখে হালকা মেক- আপ। যে কেউ প্রেমে পড়তে বাধ্য । । আবশ্য প্রেমে বার বার পড়ে যাচ্ছে , সে আর কেউ নয় আবির।

আবির যেন আজ তার আষ্টাদশীর দিক থেকে চোখ সারাতে পারছে না।।

হঠাৎ কারর ছোঁয়া পেয়ে মেঘ একটু চমকে উঠলো, পিছনে ফিরে দেখলো সে আর কেউ না তার প্রিয় মানুষ ।।

আবির - চলো না ছবি তুলি।

মেঘ - বাকি রা কি ভাববে।

আবির - তা তোমাকে ভাবা লাগবে না, চলো।

মেঘ -ছেলে মেয়ে দের নিয়ে আসি।

আবির - আগে নিজেরা কিছু রোমান্টিক ছবি তুমি তারপর ছেলে মেয়ে কে নিয়ে তুলবো।

মেঘ আবির এর কথা শুনে হেসে দিলো।

আবির আজকে অনেক দিন পর পাঞ্জাবি পড়েছে। তার মধ্যে অন্য রকম এক সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে ।

আবির একজন ফটোগ্রাফার কে ইশারা করলো।।

একজন ফটোগ্রাফার আবির মেঘ এ কাছে বলো।

স্যার ম্যাম কিছু ছবি তুলে দেই।।

আবির - জ্বি, অনেক গুলো ছবি তুলেন ।।

তাদের এই মূহুর্ত গুলো দেখে বাকিরা হেসে যাচ্ছে।।

রাকিব হঠাৎ আবির এর পাশে দিয়ে যেতে যেতে বললো।

রাকিব- তোর প্রেম করা দেখে আমার হিংসা হয়। দুই বাচ্চা বাবা মা হয়েও এখনও কি প্রেম। এমন প্রেম যদি আমার জীবনে থাকতো, হায় কপাল।

আবির - তোকে প্রেম করতে না করছে কেউ। যা না প্রেম কর।। দাড়া তোর বউকে ডেকে দিচ্ছি।

রাকিব - না থাক ভাই। তোরাই প্রেম কর। আমি আমার কাজ করি।

সন্ধ্যাবেলা: খান বাড়িতে ছোট্ট ঘরোয়া সেলিব্রেশন— সবার চোখে মুখে খুশির ঝিলিক।

আলী আহমেদ খান মাইকে বললেন –

— “আমার পরিবার এ ছোট ছেলে , আমাদের পরিবারের গর্ব—আদি, আর আমাদের চোখের মণি রাইয়ের নতুন যাত্রা শুরু হচ্ছে। এই মিলন হোক চিরন্তন হোক, সবাই তাদের জন্য দোয়া করবেন।

সবাই করতালি দিয়ে উঠলো।

গানের তালে ছোট ছোট নাচের সেশনও হয়ে গেলো —তানভীর, বন্যা আর আইরিন ন, মীম আসিফ মিলে মাতিয়ে তুললো পুরো অনুষ্ঠান।

কিন্তু ঠিক তখনই... একটা চমক!

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এক অপরিচিত মেয়ে।

তার চোখে আতঙ্ক, মুখে কিছু বলতে চাইলেও কণ্ঠ আটকে যাচ্ছে।

সে সোজা এগিয়ে এল আদির সামনে।

মেয়েটি বলল –

— “আমি জানি, এখন বলার সময় নয়... কিন্তু রাই কানাডায় থাকাকালীন আমার ভাই... ওর জীবনে ছিল।

আর আজ সে নিখোঁজ।

রাই কিছু বলে নি তোমাকে,

আমার ভাই কালকে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না

ঘরের সবাই হতবাক।

আদি একদৃষ্টে রাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

রাই চুপ... তার চোখ , হাত, পা কাঁপছে... ঠোঁট নিস্তব্ধ...

আদি ধীরে বলে—

— “রাই... এটা কি সত্যি? তুমি কী লুকাচ্ছো?”

সবার আনন্দ যেন হঠাৎ থমকে গেলো।

আলো নিভে না গেলেও... হাসি থেমে গেল এক নিমিষেই।

খান বাড়ির ড্রয়িং রুমে যেন মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়েছে নিস্তব্ধতা।

সামান্য আগে যেখানে ছিল হাসি, নাচ, গান—সেই আনন্দে ছায়া ফেলেছে এক অপরিচিত কণ্ঠের সত্যের দাবি।

রাই নিশ্চুপ।

মেয়েটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে, চোখেমুখে হতাশা আর প্রশ্ন।

আদি ধীরে রাইয়ের দিকে এগিয়ে এলো—

— "রাই, তুমি যদি সত্যিই কিছু জানো... প্লিজ, এখন বলো। চুপ থেকো না।"

রাই হঠাৎ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলে—

— "আমি... আমি কিছুই জানতাম না, আদি।

কানাডায় থাকাকালীন সময় আমার পাশে তেমন কেউ ছিল না মা ছাড়া।।

একদিন মা সাথে করে নিয়ে বাবা সাথে হসপিটালে দেখা করে বাসায় ফিরছিলাম ।। আসার পথে এক আন্টি সাথে দেখা হয়, কথা বলতে বলতে জানতে পারি সেও বাংলাদেশের নাগরিক । কানাডাতে আসছে ৩/৪ বছর হলো। । তার বাসা আমাদের বাসার পাশে।

ওখান থেকে তাদের সাথে আমাদের পরিচয় হয়। রাস্তায় দেখা হতো, অনেক সময় আমাদের বাসায় আসতো কথা হতো।।

একদিন ওনার ছেলেকে সাথে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন, আমি মা, বাবা কে নিয়ে হসপিটাল এ নিয়ে যাচ্ছিলাম। তখনই ওনার ছেলে সাথে দেখা হয় ।। আন্টি টার ছেলের নাম রাজিব । আর এনি হলেন রাজিবের বড় বোন তুলি।।

তখন থেকে তাকে চিনতাম।

আস্তে আস্তে তার সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়। কথা হতো মাঝে মধ্যে । কোন সাহায্য লাগলে সাহায্য করতো। একদিন সে আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। আমি তখনই তাকে না করে দেই। এমনকি তোমার(আদি) কথা তাকে জানাই। আমাদের সম্পর্কে কথা বলি।। তারপর সে আর প্রেমের প্রস্তাব নিয়ে কিছু বলতো না। আর আমিও তার সাথে কথা বলা কমিয়ে দিয়েছিলাম।।

এরপর বাবা চলে যাওয়ার (মৃত্যু) পর আমরা বাংলাদেশ চলে আসি ।। ওনি (রাজিব) কয়েক বার মেসেজ দিয়েছিলেন আমি রিপ্লাই দেয় নি।।। হঠাৎ মাস কয়েক আগে একদিন রাজিব কল করে, স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছিল, ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করছিল।। এরপর তার সাথে আর কোন কথা যোগাযোগ হয় নি আমার ।

এক নিঃশ্বাসে কথা গুলো বলে শেষ করলো রাই ।

আদি চুপ। চোখে গভীর হতাশা।

আবির গম্ভীর গলায় বলে—

— “রাই, তুমি জানো সে নিখোঁজ? এখনো?”

রাই মাথা নেড়ে বলে—

— না, সে হঠাৎ আরেক একটা দিন ফোনে কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু আমি ভালো করে বুঝতে পারি নি কি বলছে , এরপর আর যোগাযোগ হয়নি।

মেয়েটি বলে—

— “আমার ভাই তোমাকে অনেক ভালোবাসতো, রাই।

সে বলেছিল, তোমাকে ছাড়া বাঁচবে না।

রাই হতবাক! কান্না,ভয় চোখ ভরে আসে।

আদি ধীরে এগিয়ে আসে মেয়েটির(তুলি) দিকে—

— “আপনার ভাইকে আমরা খুঁজে বের করবো। কিন্তু রাইকে দোষী করবেন না।।

আদি সবার সামনে রাইয়ের হাত ধরে বলে—

— “ভালোবাসা মানে শুধু অতীত জানা নয়,

ভালোবাসা মানে—অতীতকে গ্রহণ করাও।

রাই যদি কিছু না জানে, তবে আমি বিশ্বাস করবো।

আর যদি কিছু জানেও—তাও, আমি পাশে থাকবো।

কারণ আমি ভালোবাসি রাইকে। আমৃত্যু...”

রাই কান্নায় ভেঙে পড়ে আদির বুকে।

আলী আহমেদ খান ধীরে উঠে বলেন—

— ভালোবাসা যদি সত্যি হয়, তাহলে সে হাজার ঝড়েও অটুট থাকে।।

আবির তানভীর মেয়েটির থেকে তার ভাই রাজিব এ সকল তথ্য নিলো। আবির তার পরিচিত কয়েক জন কে কল করে খোঁজ নেওয়ার কথা বলল।।

আলী আহমেদ খান, মোজাম্মেল খান । বাড়ির সকলে চিন্তা পড়ে গেল। আবির তানভীর পরিবার কে শান্ত করার চেষ্টা করলো।।

বাকি সদস্য দের আগেই যার যার রুমে চলে যেতে বলছে।।

রাত গভীর।

কিন্তু খান বাড়ির হৃদয়ে যেন আবার জ্বলছে এক আশার প্রদীপ।

রাই-আদির চোখে আরেকবার ফিরে এসেছে আলো।।

আদি রাই কে বুঝিয়ে যাচ্ছে । কিন্তু এক অজানা ভয় তাকে ঘিরে রেখেছে।।

এর মধ্যে,

তানভীরের ফোনে হঠাৎ একটা মেসেজ আসে—

তুমি কি ভাবছো ওদের পথ পরিষ্কার?

আসল খেলা তো এখন শুরু হবে, তানভীর ভাই...!

তানভীর থমকে যায়... কে পাঠিয়েছে এই মেসেজ

নতুন কারো আগমন!

নাকি পুরনো কোনো শত্রুর ফিরে আসতে চাইছে।

রাত তখন প্রায় দুটো। চারদিকে নিস্তব্ধতা, শুধু মাঝে মাঝে রাতচরা পাখির ডাক শোনা যায়।

কিন্তু খান বাড়ির ভেতরে তানভীর পায়চারি করছে বারান্দায়। মোবাইলের স্ক্রিনে সেই অদ্ভুত মেসেজটা বারবার দেখে নিচ্ছে সে।

"তুমি কি ভাবছো ওদের পথ পরিষ্কার?

আসল খেলা তো এখন শুরু হবে, তানভীর ভাই..."

তানভীরের গা শিউরে উঠলো।

— “কারা এতো পরিকল্পনা করছে? কারা এতটা কাছে এসে গেল যে, আমায় নাম ধরে মেসেজ দিতে পারে?”

কিছুক্ষণ ভাবনার পর, সে আবিরকে কল দিল।

আবির ঘুমাচ্ছিল, কিন্তু ফোন বাজতেই উঠে পড়ে,

— “হ্যালো? কী হয়েছে?”

— “আবির ভাইয়া একটা মেসেজ এসেছে।

তানভীর মেসেজ টা আবির কে দেয় ।

ড্রয়িং রুমে বসে তানভীর ও আবির মেসেজ নিয়ে আলোচনা করে।

আবির চোখ নরমাল রাখলেও ভিতরে ভিতরে কাঁপছে।

— “তানভীর, এটা কোনো সাধারণ হুমকি না। এটা ওদের পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ।”

— “মানে?”

— “মানে, প্রথম ধাপে ওরা রাজিবকে সরিয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে টার্গেট আমরা, অথবা... রাই।”

তানভীর বলে উঠলো

— “রাই? আদি? ওদের কেউ হাত দিতে পারবে না। আমরা আছি। এবার সময় প্রতিপক্ষকে খুঁজে বের করার।”

আবির মেসেজ টা তার এক বন্ধু কে পাঠিয়ে দিল যে মোবাইল নম্বর হ্যাক করতে পারে।।।

সকালে সবাইকে জানানো হয় মেসেজের ব্যাপারে। রাই কিছুটা ভীত, কিন্তু আদি পাশে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে বলল—

— “তুমি একা না রাই। আমি আছি। এখন আর কাউকে ভয় পাই না। ভালোবাসা যদি সঠিক হয়, ভয় তখন হার মানে।”

তানভীর এর মেসেজ টা শুনে বাড়ির বড়রা আতঙ্কিত হয়ে যায়।। সবাই চিন্তিত হয়ে যায় কে এই ব্যক্তি।। আলী আহমেদ খান, মোজাম্মেল খান , ইকবাল খান আলোচনা করে তাদের পুরাতন অতীত নিয়ে । এই

বিজনেস করতে গিয়ে যেমন ভালো মানুষের সাথে কথা হয়েছে তেমনি কিছু শত্রুর তৈরি হয়েছিল যারা সব সময় আমাদের ক্ষতি করতে চেয়েছে।।

আলী আহমেদ খান হঠাৎ বললেন— —মোজাম্মেল খান, তোমার পুরোনো সেই লোকটার কথা মনে আছে তো? যে ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল একসময়? আমাদের পরিবার এ বিরুদ্ধে ছিল? ব্যবসায় ক্ষতি করতে চেয়েছিল।। আমার সন্দেহ, ও আবার ফিরে এসেছে।”

মোজাম্মেল খান হুঁ হুঁ করে মাথা নাড়েন— সেই লোকটার শুনেছি এখন অসুস্থ, বয়স হয়ছে। কিন্ত তার ছেলে ও নাকি একই কাজে জড়িত আছে।। কানাডায় থাকত! নাম ছিল... শাহরিয়ার।”

তানভীর আবির থমকে যায়—

— “রাজিবের বন্ধুর নামও শাহরিয়ার ছিল।”

— “তাহলে কি... ওদের যোগসূত্র রয়েছে?”

এর মধ্যে আবিরের সেই বন্ধু আবিরকে রাজিব এ সকল তথ্য দেয়

আবির সাথে সাথে ল্যাপটপ খুলে রাজিবের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খুঁজতে থাকে।।

সাথে আবির এ বন্ধু দেওয়া তথ্য গুলো দেখে

অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর দেখতে পায়— কিছু মাস আগে রাজিবের প্রোফাইলে শাহরিয়ার নামে একজন নিয়মিত কমেন্ট করতো, তারপর হঠাৎ সব মুছে দিয়েছে।

আরও খোঁজে দেখা গেল— শাহরিয়ারের আইডিটি এখন ডিঅ্যাক্টিভ। কিন্তু একবার আবির মেসেজ চ্যাট ওপেন করতেই একটা ভয়ংকর তথ্য সামনে এলো— শেষ মেসেজ:

“ওকে সরানো হবে। তারপর খেলা শুরু। তুমি শুধু চুপ করে থাকো।”

আবির রীতিমতো কাঁপছে—

— “তানভীর, আমি নিশ্চিত। এই শাহরিয়ার-ই এর পেছনে রয়েছে। এবং সে শুধু রাজিব নয়, রাই-আদিকেও টার্গেট করছে।”

সন্ধ্যার দিকে, এক অজানা নম্বর থেকে খানবাড়ির ল্যান্ডলাইনে ফোন আসে।

কল রিসিভ করেন মোজাম্মেল খান।

— “আপনাদের সময় কম...

আরও একজন হারিয়ে যাবে এবার।

ভালোবাসা, প্রতিশোধ, বিশ্বাসঘাতকতা—সব মিলিয়ে শুরু হবে শেষ অধ্যায়।”

টাট করে লাইন কেটে যায়।

রাই ঘরের কোণে বসে আছে চুপচাপ। আদির চোখে উদ্বেগ, কিন্তু সে সবকিছু ভুলিয়ে দিতে চায়।

আদি রাইয়ের কাছে এসে বলে—

— "জানো রাই, ভয় সবকিছুকে দুর্বল করে দেয়। কিন্তু বিশ্বাস? ওটা একমাত্র জিনিস, যেটা তোমায় বাঁচিয়ে রাখতে পারে। আমি তোমায় বিশ্বাস করি, রাই।"

রাই চোখ মুছে বলে—

— "আর আমি তোমায় ভালোবাসি, আদি। আমি জানি না সামনে কী আছে, কিন্তু তোমার হাতটা ধরেই হাঁটতে চাই সব অন্ধকার পেরিয়ে।"

আদি ওর কপালে আলতো করে চুমু খায়।

দুজনের চোখে একটাই প্রশ্ন—

এ যুদ্ধ কবে শেষ হবে?

রাত দশটা।

শাহরিয়ার নামক কেউ একটি গোপন ঘরে বসে বলছে— — “ওরা সত্যি খোঁজে নেমেছে।

ঠিক আছে, এবার তোদের ভালোবাসা আমি গিলে খাব।

আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে—এই বাক্যটাই তোদের কাল হবে।”

সে হেসে ওঠে। পাশে টেবিলে পড়ে থাকা ছবি—

রাই, আদি, রাজিব...

তুলির একটি ভিডিও চলছে স্ক্রিনে...

আর তার মুখে এক ভয়ঙ্কর ঘোষণা—

"পরবর্তী টার্গেট—আদি খান!"

রাত তখন গভীর।

পুরো খানবাড়ি নিস্তব্ধ, যেন একটা কালো ছায়া সবকিছু গ্রাস করে নিচ্ছে।

সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও, আদি জেগে আছে।

আদি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে—চোখে অদ্ভুত এক ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা।

তার বুকের ভেতরে যেন একটা কিছু চেপে বসেছে। একদিকে রাজিবের হারিয়ে যাওয়া, অন্যদিকে অজানা শত্রুর হুমকি।

আর সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে—রাইকে নিয়ে এক নতুন শঙ্কা।

হঠাৎ পেছন থেকে রাই এসে তার কাঁধে হাত রাখে—

— "আদি, তুমি এখনো ঘুমাওনি?"

আদি মুচকি হাসে,

— "ভয়কে ঘুমানো শেখাতে পারিনি আজও, রাই।"

রাই কাছে এসে দাঁড়ায়।

— "ভয় কেটে যাবে, যদি আমরা একসাথে থাকি। একে অপরের পাশে থাকলেই সব পেরিয়ে যাওয়া যায়। আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো, আদি।

কিন্তু আমি চাই তুমি নিজেকেও ভালোবাসো। এইসব ঝড়েও তুমি একা একা পুড়ে যেও না...”

আদি চোখ নামিয়ে বলে—

— “তুমি না থাকলে আমি কি সত্যিই থাকতাম, রাই?”

রাই তাকে জড়িয়ে ধরে।

মুহূর্তটা ছিল নিঃশব্দ, কিন্তু দুটো হৃদয়ের মধ্যে চলছিল হাজার কথা, প্রতিশ্রুতি, ভালোবাসা।

এদিকে, তানভীর ও আবির সারা রাত জেগে তথ্য জোগাড় করছিল।

আবির তার বন্ধু কে ডেকে আনে যে হ্যাকিং জানে—সে রাজিবের পুরনো ক্লাউড স্টোরেজে ঢুকতে পারে। সেখানে পাওয়া যায় কয়েকটি ভয়েস রেকর্ডিং এবং একটি ভিডিও।

ভিডিওতে দেখা যায়—

রাজিব এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

— "তুই বলছিস ওরা আসবে?"

— "হ্যাঁ, ওরা রাইয়ের খোঁজে আসবেই। শাহরিয়ার বলেছে সব ঠিক হয়ে যাবে যদি রাই আমার হয়।"

— "কিন্তু রাই তো তোকে ভালোবাসে না।"

— "আমি জানি। তাও... ওকে পাওয়ার জন্য সব করতে পারি।"

আবির থমকে যায়।

তানভীর রেগে উঠে বলে—

— "মানে, রাজিব-ই নিজেই এই খেলায় ছিল? তাহলে সে নিখোঁজ হলো কীভাবে?"

আবির বলে—

— "তবে এখন আর কেউ নিরাপদ নয় । শাহরিয়ার এখন একেকজনকে টার্গেট করবে। আর পরবর্তী টার্গেট—আদি।"

পরদিন সকাল—

আদি আর রাই খানবাড়ির বাগানে হাঁটছে।

আদি রাইয়ের হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে যেন হারিয়ে না যায়।

হঠাৎ রাস্তার কোণে একটি বাইক দাঁড়ায়।

হেলমেট পরা এক লোক তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর বাইক চালিয়ে চলে যায়।

আদি থমকে যায়।

— "ওর চোখদুটো... আমি কোথাও দেখেছি।"

তানভীর হঠাৎ দৌঁড়ে এসে বলে—

— "আদি, বাড়িতে এসো, একটা জরুরি বিষয়!"

ড্রয়িং রুমে সবাই বসে।

আবির টিভি স্ক্রিনে ভিডিও চালায়—রাজিবকে দেখে সবাই চমকে যায়।

আলী আহমেদ খান বলেন—

— “মানে, ছেলেটা নিজেই ফেঁসে গেছে নিজের আবেগে?”

আদি চোখ বন্ধ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর বলে—

— “যদি রাজিব নিজেই রাইকে পেতে এই খেলায় নামতো, তাহলে আমাদের এখন বুঝতে হবে—ওর পেছনে থাকা মানুষটা ওকে কেন সরিয়ে দিলো? তার টার্গেট কী?”

তানভীর বলে—

— টার্গেট মনে হয় রাই

আদি তাকিয়ে বলে—

— কিছিটা ভয় পেয়ে চায়। ভালোবাসা মানুষকে আবার হারানোর হয় ।।

অন্যদিকে

কানাডার এক হিমশীতল জায়গা।

এক লোকের হাত বাঁধা। মুখে টেপ।

চারপাশে অন্ধকার।

লোকটা ধীরে মুখ তুলে...

সে রাজিব!

সে বাঁচতে চায়। সে আর রাইয়ের প্রেম চায় না। শুধু বাঁচতে চায়।

কিন্তু পেছন থেকে এক ভয়ংকর কণ্ঠ—

— “দুঃখিত বন্ধু, তুই খেলা শুরু করেছিলি... শেষ আমি করবো।”

আর এই ভালোবাসার খেলায়—হার আর জেতার মাঝখানে একটাই নাম—

"রাই!"

ভোর ৫টা।

খান বাড়ির সবাই তখন ঘুমে।

শুধু একজন মানুষ জেগে—আদি।।
মাথায় একটাই চিন্তা—"রাজিব কি এখনও বেঁচে আছে?"
পাশ থেকে মোজাম্মেল খান এসে বলে—
— আদি তুই এখনও জেগে আছিস। কিছু হয়েছে!
আদি তাকিয়ে বলে—
— “জানো কাকা, এই খেলাটা আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ। একজন মেয়ে, যে আমার পৃথিবী... তাকে ঘিরে কেউ যদি এমন খেলা খেলে, আমি কিছুতেই মন কে শান্ত করতে পারছি না।
মোজাম্মেল খান - আদির মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গেলে। ইনশাআল্লাহ একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।
এদিকে আবির কানাডার একজন গোয়েন্দা বন্ধুর মাধ্যমে এক নতুন ভিডিও ক্লিপ পায়—
ভিডিওটা ছিল একটি হিমঘরের ভেতর।

ঝাপসা ক্যামেরার ফ্রেমে দেখা যায়—একটা চেয়ার, আর তাতে বাঁধা একজন লোক।

আবির সেটি বড় করে দেখে নিশ্চিত হয়—রাজিব!

তানভীর বলে ওঠে—

— রাজিব মারা যায়নি!

তাকে নিখোঁজ করা হয়েছে ? আর কে তাকে আটকে রেখেছে?”

আবির চুপচাপ।

আবিরের বন্ধু সে বলে—

— “এই ভিডিওর কোডিং ট্র্যাক করে আমি একটা লোকেশনে গিয়েছি যেখানে রাজিব কে আটকে রাখা হয়েছে—উইনিপেগ, কানাডা।

এবং guess what? শাহরিয়ারের last known location ছিল সেখানেই!

আবির তানভীর - মানে রাজিব কে বাংলাদেশে থেকে নিয়ে গিয়ে কানাডায় আটকে রাখছে।

একই সময়ে, শাহরিয়ার কানাডার এক বেসমেন্টে বসে ল্যাপটপের স্ক্রিনে আদিদের সিসিটিভি ফুটেজ দেখছে।

তার মুখে ঠাণ্ডা হাসি—

— “তোরা ভাবিস আমি শুধু রাজিবকে সরিয়ে দিয়ে থেমে যাবো?

না, আমি আসছি—তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সব শেষ করতে।”

শাহরিয়ার রুমের এক কোণে পড়ে থাকা চিঠির টুকরোগুলোতে লেখা—

"রাই শুধু আদির ছিল না... একসময় ও আমার ছিল..."

অতীতের এক টুকরো স্মৃতি

৪ বছর আগে, কানাডা...

রাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে বসে ছিল এক বন্ধুর সঙ্গে।

তাদের পাশে বসেছিল এক নতুন ছাত্র—নাম শাহরিয়ার।

ধীরে ধীরে তার চোখে রাইয়ের প্রতি আসক্তি তৈরি হয়।

একদিন সে রাইকে প্রপোজ করে।

রাই অবাক হয়ে বলে—

— “আমি তো আপনাকে চিনি না!”

শাহরিয়ার ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দেয়—

- চিনে নেবে

— “তবুও তুমি আমার হবা। সেটা সময় বলবে।”

সেদিনের পর থেকেই রাই তার এড়িয়ে চলত।

কিন্তু শাহরিয়ার রাইয়ের চারপাশে নীরব এক অন্ধকার হয়ে গড়ে তুলেছিল এক নোংরা খেলা...

বর্তমানে, বাংলাদেশ

আদি রাইয়ের সামনে এসে বলে—

— "তোমার আরেকটা সত্যি জানার সময় এসেছে, রাই।"

— "কী সত্যি?"

— "তোমার এক পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী, শাহরিয়ার... সে-ই আজ আমাদের সব সমস্যার শিকড়।"

রাই স্তব্ধ। তার মুখ শুকিয়ে যায়।

— "সে... সে তো আমাকে একদিন ভয় দেখিয়েছিল, বলেছিল... 'যদি না পাও, ধ্বংস করবো।' আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম!"

আদি বলে—

— “সে ভুলে যায়নি, রাই। সে অপেক্ষা করেছে। আর এখন সে আমাদের ভালোবাসাকে শেষ করতে চাইছে।”

পরদিন সকালে তানভীর, আবির আর আদি, আবিরের বন্ধু, আর গোপন ট্রিম নিয়ে, গোপনে কানাডা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

তাদের উদ্দেশ্য—রাজিবকে উদ্ধার করা এবং শাহরিয়ারকে মুখোমুখি হওয়া।

আলি আহমেদ খান বলেন—

— তোমরা পারবে। শত্রুর থেকে যত পিছু পা হবা তত তারা সাহস পাবে ক্ষতি করার।।

বাড়ির অনেক রাও ভয়এ রয়েছে ।

মেঘ - ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। আবির সান্ত্বনা দিচ্ছে কিচ্ছু হবে না

রাই কাঁদতে কাঁদতে আদির হাতে হাত রাখে, ।”

আদি তার কপালে চুমু দিয়ে বলে—

— “তুমি আমার শেষ ঠিকানা, রাই।

ভালোবাসা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না—আমি থাকতে।”

কানাডায় পৌঁছে , সবাই।

কানাডা—উইনিপেগ

আবির, তানভীর, আদি, আবিবের বন্ধু —এক পুরনো গুদামের সামনে দাঁড়িয়ে।

আবির ইয়ারপিসে বলে—

— “GPS সিগনাল বলছে রাজিব এখানেই আছে।”

তানভীর পেছনে তাকিয়ে বলে—

— “তবে সাবধান—ওরা আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে।”

তারা ভেতরে প্রবেশ করে—

চেয়ার, ক্যামেরা, খালি চেম্বার...

একটি অন্ধকার কক্ষে ঢুকে তারা অবশেষে খুঁজে পায় রাজিবকে!

তার শরীর দুর্বল, চোখে পানি।

আদি সামনে গিয়ে বলে—

— “রাজিব, তুমি ঠিক আছো

রাজিব চোখ তুলে বলে—

— “সে আসছে, আদি । সে এখন তোমায় চাইছে। নিজে হারিয়ে আমায় বন্দী করে... এখন তোমাকে শেষ করতে চাইছে...”

হঠাৎ!

পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

আলো নিভে যায়।

একটা প্রজেক্টরের স্ক্রিনে ভেসে ওঠে—"Welcome to the Final Game"

আবির চিৎকার করে—

— “Shit! এটা একটা trap!”

শাহরিয়ারের কণ্ঠ ঘরে প্রতিধ্বনিত হয়—

— “তোমরা সবাই একসাথে? বেশ! তাহলে শুরু হোক খেলার শেষ অধ্যায়... আমার তৈরি মৃত্যু-মঞ্চে!”

রাজিব, আদি, তানভীর আর আবির ঘিরে ফেলে এক বিস্ফোরণ-ঘরের ভেতর।

আর বাংলাদেশে, রাই জেগে উঠে হঠাৎ অনুভব করে —

আদির বিপদে পড়েছে।

সে শুধু কাঁদতে কাঁদতে বলে—

— “ফিরে এসো, আদি... আমি তোমাকে হারাতে পারবো না।।

আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে...!”

বাংলাদেশের সময় তখন প্রায় ১২ টা। মেঘ করিডোর দিয়ে তার রুম এ দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ করে করোার

কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মেঘ একটু থেমে গিয়ে খেয়াল করলো রাই এর রুম থেকে কান্না আওয়াজ পাওয়া যায়।

মেঘ একটু চমকে গেলে। সে রাই এর রুমে দরজা হাত দিয়ে রাই কে ডাকতে শুরু করে, মেঘ এর কণ্ঠ শুনে রাই রজা খোলে যায়। সাথে সাথে রাই মেঘ কে জড়িয়ে ধরে শব্দ করে কান্না করা শুরু করে । মেঘ রাই কে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কান্না থামাতে বলে।

রাই একটু শান্ত হয়ে মেঘ কে বলে,

রাই- মেঘ আপু আমার অনেক ভয় লাগছে। আমি আর কাউকে হারাতে চাই না ।।

মেঘ - রাইকে, চোখের জল মুছে দিয়ে বলে। কিচ্ছু হবে না ইনশাআল্লাহ , সবাই সুস্থ ভাবে ফিরে আসবে ।। এত ভয় পেলে চলে। শক্ত হতে হবে জীবনের

চলার পথে অনেক সমস্যা আসবে, অনেক শত্রুদের সাথে দেখা হবে তাদের কে শক্ত হাতে প্রতিবাদ করা লাগবে।।

এভাবে আরও কিছু সময় বুঝতে থাকে রাই কে মেঘ।।

রাতে একসাথে দুজন শুয়ে পড়ে।।

অন্যদিকে,

কানাডা, উইনিপেগ

এক পুরনো হিমঘর।

আলো নিভে গেছে। দরজাগুলো লকড।

আদি, তানভীর, আবির আর রাজিব—চারজন এখন বন্দি।

স্ক্রিনে এখনও ভেসে আছে—

"Welcome to the Final Game"

আবির চারপাশ দেখে বলে—

— “শাহরিয়ার আমাদের জন্য এই ঘরটা বানিয়েছে। এটা একধরনের automated death room.”

তানভীর দৌঁড়ে যায় দরজার দিকে, কিন্তু সেটা bio-lock। খুলছে না।

আদি একদম চুপচাপ রাজিবের পাশে বসে।

তারপর বলে—

— “সব বলো, রাজিব। এবার আর লুকানোর চেষ্টা কর না ।

কার জন্য এই সর্বনাশ? কে শাহরিয়ার? আর তুমি এতদিন কী করেছো?” আর তোমাকেই বা কেন আটকে রাখা হলো

রাজিব কাঁদতে কাঁদতে বলতে শুরু করে—

[ফ্ল্যাশব্যাক: রাজিবের কণ্ঠে]

"কানাডায় আমি যখন রাইয়ের বন্ধু হই, তখনই বুঝি ওকে ভালোবেসে ফেলেছি।

কিন্তু ও তো তোমায় ভালোবাসতো, আদি।
আমি চেষ্টা করেও ওকে ভুলতে পারিনি।
সেই সময় শাহরিয়ারের সঙ্গে পরিচয়।
সে বলতো, ওর সাথেও একই অভিজ্ঞতা—রাই ওকে ফিরিয়ে দিয়েছে।
আমরা দুজন যেন একরকম হতভাগা।
সে আমার অনুভূতিকে কাজে লাগায়।
বলে,
— "রাইকে পেতে হলে তার চারপাশ থেকে মানুষগুলো সরিয়ে দে।
তাহলে সে একা হবে, আর তখন হয়তো ফিরে তাকাবে।"
আমার মাথায় ভুল ধারণা ঢোকায়—
তোমার বিরুদ্ধেও...
আমি অন্ধ হয়ে যাই।

আমি কিছু না ভেবেই ওর প্ল্যানে রাজি হই।
তোমার সম্পর্কে ওর কাছে তথ্য দেই।
রাইয়ের ছবি, কথা—সব।
কিন্তু কিছুদিন পর বুঝি...
শাহরিয়ার রাইকে পেতে চায়নি,
ও চেয়েছিল রাইকে ধ্বংস করতে।
সে শুধু প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল!
তখনই আমি ওর বিরুদ্ধে যাই।
সেই জন্যই ও আমাকে বন্দি করে ফেলে... এই মৃত্যু ঘরে।"
আবির রাজিব এ সব কথা রেকর্ড করে নেয়।
আদি থমথমে গলায় বলে—
— "তুমি ভুল করেছো, রাজিব। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তুমি বুঝেছো, এজন্য আমি তোমায় ক্ষমা করবো।
কিন্তু শাহরিয়ার?

ওর শাস্তি এই পৃথিবীকে দেখতে হবে।”

আবির বন্ধু ট্যাব বের করে, দরজার সিস্টেম হ্যাক করে।

তানভীর security panel খুঁজে shutdown দেয় বোমার timer সিস্টেম।

আদি দরজা খুলে বলে—

— “চলো, এবার বের হই।”

তারা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

দৌঁড়ে যায় গাড়ির দিকে, যেখানে কানাডার পুলিশ অফিসার জনসন তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো— আবির আগেই খবর দিয়ে রেখেছিল। বাংলাদেশের থাকা অবস্থা সকল তথ্য, অপরাধী কে ধরার কৌশল সবকিছু ঠিক করে রাখা হয়েছিল।

আবির বলল -

— “Officer Johnson, target is Shahriar Ahmed. He's inside. He kidnapped Rajib Khan and tried to kill us all.”

— “We’re moving in now.”

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ অভিযান চালায়।

একটি সিক্রেট কন্ট্রোল রুমে পাওয়া যায় শাহরিয়ারকে।

সে ঘিরে ধরা পড়লে হাসতে হাসতে বলে—

— “তোরা ভাবিস, ভালোবাসা টিকবে? এটা একটা ফালতু অনুভূতি।

যা আজকাল শুধু হারানোর গল্প লিখে যায়।”

আদি সামনে গিয়ে গম্ভীর গলায় বলে—

— “ভালোবাসা সব হারানোর পরও যারা পাশে থাকে, তাদের জন্য।

তুই জানিস না ভালোবাসা কাকে বলে...

তাই তুই আজ হারলি, আর আমরা জিতলাম।”

পুলিশ শাহরিয়ারকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

তানভীর বলে—

— “আজ একটা অভিশপ্ত অধ্যায়ের শেষ হলো।

এবার সকলের মুখে হাসি ফুটবে।

সেই দিন রাতে তারা কানাডা থেকে বাংলাদেশ এ ফিরে আসে,

বাংলাদেশ ফিরে আসার দিন।

রাই এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছে।

চোখে টানা জেগে থাকার ক্লান্তি, কিন্তু হৃদয়ে অদ্ভুত আশার আলো।

দূর থেকে তিনজন লোক এগিয়ে আসে—আদি,

আবির, তানভীর, আবিরের বন্ধু,

সঙ্গে রাজিব।

রাই দৌঁড়ে আসে,

আদির গলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে—

— “তুমি ঠিক আছো, না? তোমায় হারানোর ভয়টাই আমায় শেষ করে দিচ্ছিলো...”

আদি বলে—

— “আমি তোমার কাছে ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, রাই।

আমার ভালোবাসা কখনও হারবে না... কারণ আমি তোমায় আমৃত্যু ভালোবাসি।”

রাজিব সামনে এসে বলে—

— “রাই, আমি সত্যিই অনুতপ্ত।

তোমায় কষ্ট দিয়ে আমি কোনোদিন শান্তি পাবো না।

তোমার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা করি।”

রাই শুধু একটুকু মাথা নাড়ায়।

তারপর মুখ ফিরিয়ে আদির দিকে তাকিয়ে থাকে।

সবাই খান বাড়িতে ফিরে আসে। রাজিব ও তাদের সাথে খান বাড়িতে আসে, কারণ তার বড় বোন তুলি খান বাড়িতে অপেক্ষা করছিল,

খানবাড়ি আবার আলোয় ভরে গেছে।

সবাই ফিরে এসেছে, সবাই এখন একসাথে।

আলি আহমেদ খান বলেন—

— সবাই একসাথে সত্যি পথে থাকলে যে কোন বড় সমস্যা সমাধান করা যায়।

রাই-আদি একে অপরের হাত ধরে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে।

আদি বলে—

— “এই আকাশের নিচে, তুমি আর আমি...

আর আমাদের সেই অটুট ভালোবাসা—যে ভালোবাসা কখনো হারায় না।আর কখনো হারাতেও দিবো না।

সবাই ড্রয়িং রুমে কিছু সময় বসে সকল ঘটনা খুলে বলে। তারপর সবাই ফ্রেস হয়ে হালকা নাস্তা করে নেয়।।

বিকাল এ রাজিব আর তুলি চলে যায়। আদি - রাই তাদের বিয়ে তে নিমন্ত্রণ করে।

সকল বিপদ কাটিয়ে , সত্যি সন্ধান করে কয়েকদিন পর যেন খান বাড়ি একটু স্বাভাবিক হয়েছে । একটু সস্থির নিঃশ্বাস ।।

প্রতি দিনের মতো আজকের সন্ধ্যায় সবাই একসঙ্গে বসে পারিবারিক সময় কাটাচ্ছে । অনেক দিন পর মনে শান্তি ফিরে এসেছে।

আবির - সকল বিপদ যখন কাটিয়ে উঠেছি তাহলে আদি আর রাই এর বিয়ে নিয়ে আগানো যাক।।

আলী আহমেদ - তা অবশ্য ঠিক বলেছো আবির। এখন তাহলে শুভ কাজ টা শেষ করা দরকার ।।

ইকবাল খান, আকলিমা তোমারা কি বলো, ছেলের বিয়ে জন্য প্রস্তুত তো।।

তাহলে কবে বিয়ে তারিখ দেওয়া যায়।

ইকবাল খান - আমি চাচ্ছিলাম বিয়ে আগে ছোট করে ওদের এনগেজমেন্ট টা আয়োজন করতে।।।

আলী আহমেদ খান, মোজাম্মেল খান হেসে বলল- আমাদের বাড়ির ছোট ছেলে বলে কথা। বাকি ছেলে মেয়ে দের যেমন ধুম ধাম করে বিয়ে হয়েছে আদিও তাই হবে।।

তাহলে তোমরাই বলো কবে এনগেজমেন্ট করা, যায়।।

আদি - রাই তোমারাও কিছু বলো। কবে দিলে ভালো হয়।।

সামনে সোমবার এ দেওয়া হোক আর বিয়ে শুক্রবার এ

বাকিরা কি বলো।

সবাই একসাথে বলে উঠলো কোন সমস্যা নেই।।

সামনের সোমবার (২৪ মার্চ) এ হবে, আর বিয়ে ২৮ মার্চ শুক্রবার বার।। এত বছর পর বাড়িতে বিয়ের আয়োজন হচ্ছে ।।

আবির তানভীর তোমারা তোমাদের কাজ শুরু করে দেও, ছোট ভাই এ বিয়ে বলে কথা।। সবাই যার যার আত্মীয় স্বজন দের দাওয়াত করে দেও।।

আর আজ সোমবার, ২৪ মার্চ,

খান বাড়িতে উৎসবের আমেজ।

শাহরিয়ারের মুখোশ খুলে যাওয়ার পর যেন সমস্ত অন্ধকার কেটে গেছে।

রাজিবের অনুশোচনাও আর কোনো বোঝা নয়, বরং সত্যের জয়ে প্রশান্তির বাতাস বইছে সবার হৃদয়ে।

সকাল সকাল খান বাড়িতে শুরু হয়েছে সাজসাজ রব।

শুভদিনে আদি-রাইয়ের এনগেজমেন্ট।

ঘর জুড়ে ফুলের সাজ, বাতিতে আলো, আর আত্মীয়স্বজনের আগমনে যেন মিনি বিয়ের আমেজ।

রাইকে সাজিয়ে দিয়েছে মীম আর বন্যা।

গা-চমকানো গোলাপি শাড়ি, খোঁপায় গোলাপ, আর মুখজুড়ে মৃদু হাসি।

মীম চোখে জল—

— "তুই তো সত্যিই রাজকন্যা হয়ে গেলি রে রাই!"

বন্যা মিষ্টি হেসে বলে—

— "আদি তো আজ চোখ সরাতেই পারবে না!

ওপাশে, আদি দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজেকে শেষবার দেখে নিচ্ছে।

আবির এসে পেছন থেকে বলে—

— আদি, রেডি তো?”

আদি হাসে, কিন্তু চোখে একটা শান্ত উত্তেজনা।

— “আজ আমি শুধু এনগেজ হতে যাচ্ছি না, আজ আমি আমার হৃদয়ের শান্তি খুঁজে পাচ্ছি...”

এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠান

আলতা রাঙা পায়ে রাই যখন সবার সামনে আসে, আদির চোখ আটকে যায় তার দিকে।

আদি ধীরে এগিয়ে গিয়ে বলে—

— “তুমি জানো? আজ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ...”

রাই মৃদু হেসে বলে—

— “তুমিও কম না!”

দুই পরিবারের আশীর্বাদে রিং বদল হয়, কপালে টিপ, গালে হাসি আর চোখে জল নিয়ে সবাই হাততালি দেয়।

আলী আহমেদ খান চোখ মুছতে মুছতে বলেন—
— “আজকের এই দিনটার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করছিলাম। এখন শুরু হোক নতুন অধ্যায়...”
এরপর দুই জনের রিং পরানো সম্পূর্ণ হলো। এর বাড়ির ছোট বড় সবাই নাচ গান,নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে । এনগেজমেন্ট এ সন্ধ্যা শেষ হলো
রাতের বেলায়,
বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেছে। বাচ্চারা আনন্দ , দৌড়াদৌড়ি করে এখন ঘুমিয়ে গেছে।।
ঘুম আসে নি শুধু বাড়ির ৮ জন মানুষ। চার জোড়া কাপল।।
তারা নিজেদের ভালোবাসা মূহুর্ত গুলো রাঙাতে ব্যস্ত।।
যারা নিজের ভালোবাসা মানুষকে শত কষ্ট , অপেক্ষা পর একসাথে হ'য়ে। তাদের ভালোবাসা জয় হয়েছে।

খান বাড়ির ৫ জন চোখের মনি,

আবির- মেঘ

তানভীর - বন্যা

মীম - আরিফ

আদি - রাই

যারা আজ তাদের ভালো বাসায় মানুষকে কাছে পেয়ে খুশি আছে। সংসার শুরু করে। আজ আদি রাই এ ভালোবাসা পূর্ণতা দেখে তাদের পুরাতন স্মৃতি মনে হয়েছে।

তানভীর আর বন্যা একসাথে ছাদে হাঁটছে।

তানভীর বলছে—

— “জানো বন্যা, সব ঝড় পেরিয়ে আজ একটু প্রশান্তি এসেছে। এবার তো শুধু তোমাকে পাশে চাই সব সময়, তুমি আর আমার রাজকন্যা তৃধা খুশি থাকলে জীবনের সব সুখ খুজে পাই”

বন্যা মুখ লুকায়, কিন্তু ঠোঁটে এক চিলতে হাসি।

অন্যদিকে

মেঘ আর আবির একসাথে বসে আছে লেকপাড়ে।

মেঘ বলে—

— “আমার বর তো শুধু রোমান্টিক না, এখন তো হিরোও!”

আবির মুচকি হেসে, মেঘের কপাল এ চুমু দিলো

মেঘ হেসে আবিরকে জড়িয়ে ধরে।।

অন্যদিকে আসিফ - মীম বেলকনি তে বসে তোর বিয়ের স্মৃতি গুলো মনে করছে

মীম- আসিফ,

আসিফ - বলো

মীম- আজকে রাই আদির মেহেদী সন্ধ্যা সময় , আমার নিজের মেহেদী সন্ধ্যা কথা মনে হচ্ছিল।

সবাই কত মজা করছিল। দেখতে দেখতে আমোর বিয়ের কত বছর হয়ে গেলো।।

আমাদের সেদিনের পিচ্চি মেয়েটাও আজ বড় হয়ে যাচ্ছে।।

আসিফ - মীমকে আলিঙ্গন করে নেয়। আমি এক যুগের বেশি সময় হয়ে গেলো এই পিচ্চি মেয়েটার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি।

মীম - অবাক নজরে, সাথে একটু রাগী মুড এ আসিফ এ দিকে তাকালো, তুমি কাকে পিচ্চি বললে। আমি পিচ্চি। পিচ্চির মা বললেও তাও চলতো।।

আসিফ - হ্যা,তুমি তো পিচ্চি ই, আমার পিচ্চি বউ। আরও কিছু সময় নিজেরা গল্প, ভালোবাসা মূহুর্তে তৈরি করে নিল।।

খান বাড়িতে বিয়ের আয়োজন চলছে পুরো দমে।। সারা বাড়ি সাজানো হয়েছে রঙিন লাইট দিয়ে।।

খান বাড়িতে আজ উৎসবের আরও এক নতুন রূপ—
আজ আদি আর রাইয়ের মেহেদী সন্ধ্যা।
বিয়ের আর মাত্র একদিন বাকি।
তাই সাজসজ্জা, হাসি-কান্না, গান, আনন্দে গমগম
করছে পুরো বাড়ি।
সকালের আলো ফোটার আগেই পুরো বাড়ি উঠেছে
তৎপরতায়।
বোনেরা ব্যস্ত, রাই কে রেড়ি করতে, বড়রা বাড়ি
সাজানোর কাজে, বাড়ি সাজানো জন্য ডেকোরেশন এ
লোক আনা হয়েছে, তারা যেন ভালো করে কাজ
করে তার নজরদারি চলছে।। আর অন্য দিয়ে গায়ে
হলুদের ডেকোরেশনে।
মেহেদী টিম এসে পৌঁছে গেছে।
মঞ্চ সাজানো হয়েছে সোনালি-সবুজ ফুল দিয়ে,
পিছনে লেখা—

“আদি 💚 রাই — হৃদয়ে মেহেদী”

বিকেল ৫টা

রাইয়ের রুমে সাজসজ্জা চলছে।

রাই আজ পরেছে সবুজ-হলুদ কম্বিনেশনের ঝলমলে শাড়ি,

মাথায় গাঁদা আর বেলি ফুলের মালা।

চোখে কাজল, ঠোঁটে গোলাপি লিপস্টিক, কপালে বড় টিপ।

মীম বললো—

— “আজ তো তুই পুরাই মেহেদীর রানী!

আদি তোরে দেখে তো হার্ট অ্যাটাক খাবে!”

রাই লাজুক হেসে বলে—

— “আজ যে কেমন যেন নার্ভাস লাগছে...”

বন্যা মজা করে বলে—

— “দেখিস, মেহেদীর রঙ গাঢ় হলে প্রেমও গাঢ় হয়... তাই আদি’র নামটা যেন সুন্দর করে ফুটে ওঠে হাতের মেহেদীতে।”

একই সময়

আদিও নিজের ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে।

আবির, তানভীর এসে বললো—

— আদি , এত নিজেকে আয়নার দেখতে হবে না। দেখার মানুষ এসে গেছে।।

আজকে দেখবি কত মেয়ে লাইল ধরে থাকবে তের পিছনে।

তুই তো এখনকার ‘ড্রিম দুলা’!”

আদি হেসে বলে—

— “আজকের দিনটার জন্য কত দিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম...

রাই আমার জীবনের আলো...

আজ সেই আলোর রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নিতে চাই।”

সন্ধ্যা ৭টা

মেহেদী সন্ধ্যার শুরু

বাড়ির উঠোনে বসেছে আয়োজন।

মঞ্চের সামনে গান বাজছে—

🎶 “মেহেন্দী হ্যায় রচনে ওয়ালি...” 🎶

রাই মঞ্চে এলো দুই পাশ দিয়ে মীম আর বন্যার হাত ধরে।

চারদিকে ফ্ল্যাশ, সিটি, হাততালি।

আদির চোখ আটকে গেলো রাইয়ের দিকে—

— “রাই... তুমি অসম্ভব সুন্দর লাগছে।”

রাই মৃদু হেসে হাত বাড়ায়—

— “তোমার নামটা লিখে দাও আমার হাতে... যেন সারাজীবন থেকে যায়।”

আদি নিজের হাতে মেহেদী দিয়ে , নিজের হাতে লিখে দেয়

“Rai”

রাইর হাতে আঁকা হয় আদি’র নাম।

এরপর শুরু হয় গান, নাচ আর হাসির ঝড়।

তানভীর-বন্যা গেয়ে ওঠে এক পুরনো বাংলা গান—

🎶 “এ মন তোমাকেই চায়...” 🎶

আবির-মেঘ একসাথে পারফর্ম করে একটি রোমান্টিক নাট্যাংশ,

যেটা দেখে সবাই হাততালি দিতে দিতে আবেগে ভেসে যায়।

মেহেদী শেষে রাতে

রাই একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে।

আদি পাশে এসে দাঁড়ায়।

রাই বলে—

— “জানো, ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখতাম, একসাথে ,
আমার জামাই এর সাথে মেহেদী সন্ধ্যায় চাঁদ
দেখবো।চারিদিকে , চাঁদে আলোর ছড়িয়ে পড়বে।
আদি মৃদু হেসে বলে—
— “আজকে শুধু চাঁদ না, আমার পুরো পৃথিবী
হাসছে... কারণ তুমি আমার।”
রাই চোখে জল নিয়ে বলে—
— “আমার সব ভয় কেটে গেছে...
শুধু চাই, তুমি সবসময় আমার পাশে থাকো।”
আদি রাইকে কাছে টেনে নেয়—
— “তুমি আমার শ্বাস, আমার প্রতিটি সকাল...
চলো, শুরু করি নতুন জীবনের পথে...”
তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় বাকিরা—
মীম-আরিফ, তানভীর-বন্যা, আবির-মেঘ।

এই আট জনের ভালোবাসায় আজ আর কোনো অন্ধকার নেই,
শুধু আগামীর প্রতিশ্রুতি আর একটানা প্রেমের গল্প।
সকালবেলা, খানবাড়ি
সকাল থেকেই পুরো খানবাড়ি জুড়ে রঙিন সাজসজ্জা। হলুদ, কমলা আর সবুজের বাহার যেন এক রঙিন উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে দিয়েছে বাতাসে। বারান্দা থেকে উঠোন, উঠোন থেকে ছাদ—সবখানেই সাজানো বর্ণিল কাপড়, বাতি আর ফুলে ফুলে।
রাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তার গায়ে হলুদের হলুদ শাড়ি, কপালে ছোট্ট একটা টিপ আর ঠোঁটে হালকা হাসি। পেছন থেকে এসে আদি চুপি চুপি বললো—
— "আজ তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, সূর্য নিজেই তোমার গায়ে আলো দিয়ে গেছে।"
রাই হেসে বলে,

— "এত মিষ্টি কথা বললে কিন্তু আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাবো।,বলে চোখ সরিয়ে নিল।
আদির হাতটা ধীরে ধীরে রাইয়ের কাঁধে, রেখে জড়িশে ধরে পিছনে থেকে, রাই লজ্জা লাল হয়ে যায়-
— "আজ শুধু গায়ে হলুদ নয় রাই... আজ থেকে শুরু আমাদের নতুন জীবন।"
কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে রাই দৌড়ে তার রুমে চলে যায়।
আদি অপলক দৃষ্টি তে তাকিয়ে থাকে,
পিছনে থেকে আইরিন,জান্নাত মীম - আদিকে জ্বালানো জন্য একসাথে গান বলা শুরু করে
" পরে না চোখের পলক,
কি তোমার রূপের জলক,

আমি জ্ঞান হারাবো মরে যাবো,বাঁচাতে পারবে না কেউ
।।।

আদি লজ্জা পেয়ে জায়গা থেকে সরে আসে।
বিকেল – গায়ে হলুদের আনুষ্ঠানিকতা শুরু
আত্মীয়-স্বজনরা একে একে আসছেন। সাথে উপহার।
দাদা-দাদি, ফুফু, খালা, মামা-চাচা—কারোর চোখে
আনন্দ, কারো চোখে জল।
রাইয়ের মা গায়ে হলুদের থালা নিয়ে এলো, যাতে
আছে গাঁদা ফুল, হলুদ, চাল, পান।।
মেঘ বন্যা,আইরিন মীম, রাইকে সাজিয়ে মঞ্চে বসিয়ে
দিয়ে গেছে। মেয়েরা হলুদ শাড়ি, ছেলেরা পাঞ্জাবি
পড়েছে।।
প্রথম এ শুরু হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে,
আইরিন উপস্থাপনা করছে,
তানভীর-বন্যা জুটি প্রথমে নাচে মঞ্চে:

♪ "তুমি রঙে রঙে ভরালে মন..."

তানভীরের কমলা পাঞ্জাবি আর বন্যার হলুদ লেহেঙ্গায় দুজন যেন মঞ্চে আলো ছড়ায়।

আবির-মেঘ গান করে:

♪ "চাঁদ সাঁঝের ওই আকাশে, তুমি জ্বললে আমার পাশে..."

সবার মুখে করতালি আর হর্ষধ্বনি।

রাইয়ের চোখে জল...

সে মনে মনে বললো— আজ আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিন। আমি অনেক কষ্ট দেখেছি, অনেক কিছু হারিয়েছি... কিন্তু আজ যেন সব ফিরে পেয়েছি। তোমরা যারা পাশে ছিলে, আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। আর আদিকে তো অনেক বেশি ভালোবাসি।।

চারপাশে খুশির জোয়ার বইছে।। একে একে সবাই হলুদ এ রাঙিয়ে দিল রাই আদি কে।।
সবার চোখের আড়ালে আবির হতের মুঠো করে হলুদ সরিয়ে নিয়েছে।
মেঘ কে খোঁজ তে শুরু করে। রাইকে হলুদ এ রাঙিয়ে , সবাই নিজের মধ্যে হলুদ লাগাচ্ছে।।
মেঘ কে খুঁজতে খুজতে হঠাৎ কারোর সাথে ধাক্কা লাগে, পিছনে ফিরে দেখে সে আর কেউ না আবিরের হৃদয় হরিণী,তার অষ্টাদশী, প্রেয়সীনী।।
হঠাৎ ধাক্কা লাগাতে মেঘ পড়ে যেতে লাগে, আবির তার কোমড় জড়িয়ে ধরে।।
আর আবিরের হাতে লেগে থাকা হলুদ তার শরীর এ লেগে যায়।।

আজ যেন মেঘ কে অন্য রকম সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে তার মধ্যে। মেঘ কে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না তার দুটো ছেলে মেয়ে আছে। যারা স্কুলে পড়ে।। তাদের এ রোমান্টিক মূহুর্ত তাদের অজান্তেই ক্যামেরা বন্দি হয়ে যায় ।। হঠাৎ আহিয়া ও তৃধা তাদের ডাক দেয় ।।। কিন্তু সেদিকে তাদের হুশ নেই ।।
তারা হারিয়ে গেছে এ অজানা স্বপ্নে। বিয়ে বাড়ির সকলের আকর্ষণ এখন মেঘ আবির ।। হঠাৎ ই সবাই হাত হাতি দুয়ে হাসতে শুরু করে । সকালে হাসি দেখে তাদের ধ্যান ভাঙ্গে।।
আবির - মেঘ ঠিক আছো তুমি।
মেঘ - হুম, কিছু হয় নি ঠিক আছি।।
দুজনে লজ্জা পেয়ে যায়, মেঘ একটু বেশি লজ্জা পায়,লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে গেছে।।
রাত ৯টা, বিশেষ চমক

আচমকা আলো নিভে যায়।

তখন মঞ্চে ওঠে তৃধা ও আহিয়ান—দুজনই খুদে অতিথি, তাদের দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়।

তৃধা বলে—

— "আমাদের ছোট কাকিমা আর ছোট কাকুর জন্য একটা চমক গান!"

♫ "তুই ধরা না দিলি, আমি ধরা দেবো..."

আত্মীয়-স্বজন মুগ্ধ হয়ে দেখে তাদের পারফর্ম।

এরপর আহিয়া, তিশা, সকলে মঞ্চে উঠে নাচ গান করে।।

শেষে সবাই একসাথে গেয়ে ওঠে:

♫♪ "আজ গায়ে হলুদ, কাল বিয়ে—শুরু হোক ভালোবাসার এক নবতর স্বপ্ন!"

রাত শেষে, ছাদে রাই আর আদি একা

— "এইসবের ভিড়ে আর কখনো হারিয়ে যেও না রাই,"

— "তোমায় হারাবো না কখনো আদি। আমি শুধু তোমার, আজীবন।"

উপরে চাঁদ, নিচে দুই মন...আজ এ সাথে হতে যাচ্ছে

আজকের দিনটা যেন কোনো রূপকথার চিত্রনাট্য। খানবাড়িতে আজ আলোয় ভেসে যাচ্ছে সবকিছু। জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের জন্য সাজানো হয়েছে পুরো বাড়ি—গেট থেকে শুরু করে ছাদ পর্যন্ত ফুল, লাইটিং, ডিজে স্টেজ, বিয়ের ফটো বুথ আর খাবারের সুব্যবস্থা।

অন্যদিকে চলছে বর কনে সাজ

রাই আজ পরেছে গাঢ় লাল রঙের ব্রাইডাল শাড়ি, তাতে সোনালী জরির কাজ। গলায় ভারী হার, হাতে চুড়ি, মাথায় সিঁথি ভর্তি সিঁদুরের মতো টিকলি। তার

চেহারায় মিশে আছে লাজুকতা, আনন্দ আর এক ধরনের রাজকীয় অহংকার—"সে আজ কারো হয়ে যাচ্ছে... চিরকালের জন্য।"

রাই আয়নার সামনে বসে নিজেকে দেখে বলে—

"আজ আমি শুধু রাই না, আজ আমি আদির রাই "

মে মুখ লুকানো।

আদি আজ সোনালি বর্ডারওয়ালা সাদা শেরওয়ানি পরে, মাথায় ম্যাচিং পাগড়ি। গলায় মুক্তার মালা, চোখে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস।

আবির হেসে বলে—

— "আদি, তুই তো দেখছি সরাসরি কোনো বলিউড হিরো!"

আদি মুচকি হেসে বলে—

— "আজ আমি শুধু হিরো না... আজ আমি একজনের জীবনসঙ্গী হতে যাচ্ছি, যাকে পাওয়ার জন্য এত অপেক্ষা। আজ সব অপেক্ষা অবসান হতে চলছে

বিয়ের মঞ্চ সাজানো হয়েছে সোনালি আর লাল রঙের ফ্যাব্রিকে, পেছনে ঝুলছে fairy light curtain। চারপাশে সাদা ও গোলাপী গোলাপের ফুল। বিয়ের সঙ্গীতের জন্য আলাদা ডিজে-স্টেজ বানানো হয়েছে, যেখানে মেঘ-তানভীর-আবির-তুলি মিলে রিহার্সাল করেছে সারা দিন।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিত সবার উপস্থিতি। রাই-আদির ছবি দিয়ে একটি Love Story Gallery বসানো হয়েছে যেখানে প্রথম দেখা, কক্সবাজার ট্রিপ, কানাডার কাহিনি সব ছবি দিয়ে সাজানো।

রাই এসে মঞ্চে বসতেই আদির চোখ আটকে যায়। সে ধীরে ধীরে রাইয়ের কানে ফিসফিস করে—

— "তুমি জানো, আজকে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে আমার চোখ বন্ধ করে চিরদিনের জন্য তুমিতেই হারিয়ে যাই।"

রাই মুখ লাল করে বলে—

— "এতটা রোমান্টিক তুমি আগে ছিলে না!"

আদি হেসে বলে—

— "তোমার ভালোবাসাই আমাকে বদলে দিয়েছে..."

হঠাৎ ডিজে বাজায় স্লো একটা রোমান্টিক গান—

♫ "তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো..."

রাই-আদি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় এবং একসাথে নাচে—সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। পুরো হল যেন থেমে যায়।

সবচেয়ে বেশি অপেক্ষার মূহুর্ত যার জন্য এত লড়াই, বিয়ে পরানো শুরু হয়েছে

কাজী সাহেব বলেন—

— “আপনি কি রাই কে স্ত্রী হিসেবে কবুল করেছেন, করলে,বলিন আলহামদুলিল্লাহ কবুল

আদি চোখে জল নিয়ে বলে—

— “আমি কবুল করছি... এই প্রাণ দিয়েও ওকে ভালোবাসবো।”

রাই কাঁপা কণ্ঠে বলে—

— “আমি কবুল করছি... আমৃত্যু তোমার পাশে থাকবো।”

তারপর রাই আবেগে ভেঙে পড়ে। আদির চোখেও জল। মেঘ বন্যা,মরম আইরিন জান্নাত সবাই রাইয়ের পাশে বসে ছিল, রাইয়ের মাথায় হাত বুলওয়ে দেয়

— “আজ থেকে আমার একটা ছোট্ট বোন পেলাম । একদম কান্না করবি না।

বিয়ের শেষ পর্ব: ফুলের বৃষ্টি, বিদায় পর্ব

ফুল ছুঁড়ে মারে ছোটরা। সবাই মিলে নাচে ডিজে তালে। বড়রা কাঁদে, ছোটরা হাসে। আবেগ আর আনন্দ মিলেমিশে এক অপূর্ব মুহূর্ত।

রাই ও আদি বিদায়ের আগে ছাদে দাঁড়িয়ে, চাঁদের দিকে তাকিয়ে—

আদি বলে—

— “তুমি জানো, আমি আজ সত্যিই পুরো হয়ে গেলাম। কারণ তুমিই আমার অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করেছো।”

রাই চোখে জল নিয়ে বলে—

— “তোমার নামের পাশে আমার নাম আজ সত্যিই... আমি এখন তোমার স্ত্রী, আদির রাই!”

চাঁদের আলোয় দুজনের মুখ জ্বলজ্বল করে।
"ভালোবাসা যেখানে নিরাপত্তা, সেখানে রাতও হয়ে ওঠে নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু যখন নিঃশব্দে আসে ছায়া, তখন সে আশ্রয়েও ঢুকে পড়ে অস্থিরতা..."
চাঁদের আলোয় রাই ও আদির প্রথম রাত
বিয়ের পর সবাই বিদায় জানিয়ে যখন নিজেদের রুমে ফিরে, তখন খানবাড়ির একতলার দক্ষিণ কোণের রুমটা শুধু রাই আর আদির জন্য সাজানো। ঘরের মধ্যে গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো, হালকা মোমবাতির আলো, জানালার পর্দা নড়ে চাঁদের আলো ঘরে ঢুকছে।
রাই বিছানায় বসে। মাথায় এখনও গয়নার ভার। লজ্জায় নত মুখ।
আদি ধীরে ধীরে আসে, পাশে বসে। একটা মৃদু হাসি তার ঠোঁটে।

— "আজ আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর রাত। তুমিই আমার, শুধুই আমার।

আদি তার হাত ধরে, চোখে চোখ রেখে বলে—

— "প্রতিদিন না, প্রতিটা শ্বাসে... আমি তোমায় ভালোবাসবো..."

চুপচাপ কিছুক্ষণ তারা একে অন্যকে দেখে। এক সময় রাই হেসে বলে—

— "তুমি তো আগেই বলেছিলে, একদিন তোমার চোখে চোখ রেখে আমি বলবো— আমি শুধু তোমার..."

আদি হেসে উঠে দাঁড়ায়, একটা কাগজ বের করে।

— "তুমি বলেছিলে প্রতিদিন ভালোবাসার প্রমাণ চাই... এই নাও, আমি প্রতিদিনের জন্য একটা করে প্রেমপত্র লিখে রেখেছি—৩৬৫ দিনের জন্য!"

রাই অবাক, চোখ ভিজে যায়।

— "তুমি... এতটা পরিকল্পনা করে রেখেছিলে?"

আদি কাঁধে হাত রেখে বলে—

— "তোমার জন্য আমি সব পরিকল্পনা করতে রাজি... শুধু তুমি থাকো আমার পাশে, আমৃত্যু..."

এত সুন্দর মূহুর্তে হঠাৎই একটা অপ্রত্যাশিত ফোন কল

ঠিক সেই মুহূর্তে, রাত প্রায় ১২টা। আদির ফোন বেজে ওঠে।

— "কে ফোন করছে এই সময়ে?" — বলে রাই।

আদি স্ক্রিনে তাকিয়ে চমকে ওঠে। কানাডা থেকে অপরিচিত নাম্বার!

আদি রিসিভ করে—

— "Hello?"

ওপাশ থেকে গলা ভেসে আসে—

— "Mr. Adi Khan? This is Officer Louis from Toronto Police Department. We've found something about Shahriar Chowdhury. We need you to confirm something. Urgently."

আদির চোখ কুঁচকে যায়।

রাই উদ্বিগ্ন হয়ে বলে—

— "কি হয়েছে? কে ফোন করেছিল?"

আদি ফোন রেখে বলে—

— "রাই... শাহরিয়ারের ব্যাপারে নতুন কিছু পেয়েছে ওরা... হয়তো কিছু অজানা সত্যি আমাদের অপেক্ষায়..."

একটা ছায়া... Khan Bari-র কাছে?

পরদিন সকাল।

খানবাড়ির বাইরে একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে।
জানালা দিয়ে একজোড়া চোখ তাকিয়ে আছে
ভিতরের দিকে।
গলায় ওয়াকি-টকি, মুখে হালকা দাড়ি।
— "শেষ পর্যন্ত... আমি ফিরে এলাম... আর এবার
তোদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না..."
কে সে?
পুরোনো কোনো শত্রু?
নাকি শাহরিয়ারের নতুন রূপ?
চিরকাল মনে রাখার মতো বিয়ের সেই রাতের পর
জীবন এক নতুন মোড় নেয়।
কিন্তু প্রেম কখনো সহজ হয় না। আর আদির আর
রাইয়ের ভালোবাসা তো কত কিছু পার করে এসেছে
—অতীতের দহন, বিশ্বাসঘাতকতা, আগুন, কানাডার

বরফ শীতল ষড়যন্ত্র। এবার আবারও সেই ছায়া ফিরে এসেছে, অন্ধকার থেকে।

সকালবেলা খানবাড়িতে যখন সকলে একে অন্যকে মিষ্টি মুখ করাচ্ছে, হঠাৎই বাড়ির নিরাপত্তা দল জানায় —বাইরে এক অজানা ব্যক্তি টহল দিচ্ছে।

আদি তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে আসে, সঙ্গে আবির, তানভীর।

কালো গাড়ির ভেতর বসে থাকা সেই মানুষটি নেমে আসে। মুখে শীতল এক হাসি।

— "আমাকে চিনতে পারলেন না, Mr. Adi Khan? আমি শাহরিয়ারের বড় ভাই—শাকিল চৌধুরী।"

সবাই স্তব্ধ। এমন পরিচয় কেউ কল্পনাও করেনি।

শাকিল বলে,

— "আমার ভাই যা করেছে, তার সাজা সে পেয়েছে। কিন্তু তোমরা তাকে শেষ করেছো। এখন আমার

পালা। এই ভালোবাসার নাটক আমি শেষ করবো— তোমার জীবন থেকে, তোমার স্ত্রীর জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিয়ে।”

আদি সামনে এগিয়ে যায়, চোখে আগুন।

— “তোমার ভাই যেমন অন্যায় করেছে, তুমিও এখন সেই পথেই হাঁটছো? আমি এবার আর কিছু হারাতে চাই না... এবার আমার পরিবারকে কেউ ছোঁয়ার চেষ্টা ও করতে পারবে না "

তানভীর, আবির সবাই মিলে পুলিশকে খবর দেয়।

শাকিল চৌধুরী পালানোর চেষ্টা করতেই তাকে পুলিশ ধরে ফেলে।

শাহরিয়ারের অপরাধ, কানাডার সমস্ত তথ্য আর চক্রান্তের দলিল পাওয়া গেছে পুলিশের হাতে।

শাকিলও গ্রেফতার হয়।

একসময় সবকিছু শান্ত হয়। সময় কেটে যায়।। আদি রাই সুখ এ সংসার শুরু করে । আগের মতো খান বাড়িতে স্বাভাবিক দিন কাটছে। সেখানে ছিল সুখ, শান্তি, আর আমৃত্যু ভালোবাসা.....

যার কখনো শেষ নেই, নেই কোন বিরাম চিহ্ন ।

এক বছর পর...

আজ খানবাড়ির উঠানে রঙিন বেলুন আর ফুলে সাজানো একটা ছোট্ট মঞ্চ।

বাচ্চা রা একসাথে, কণ্ঠ মিলিয়ে গান বাজছে—এই পথ যদি না শেষ হয়...”

রাই হাতে ছোট্ট একটি মেয়ে শিশুকে কোলে নিয়ে হেঁটে আসছে।

আদির চোখে জল।

— “এই তো, আমাদের গল্পের ছোট্ট রাজকন্যা এসেছে।”

রাই মুচকি হেসে বলে—

— “ওর নাম রেখেছি ‘রাইদা খান’—রাই আর আদির ভালোবাসার মিলনে তৈরি এক নতুন অধ্যায়।”

আবির বলে—

— “তোর প্রেম কাহিনিকে একদিন উপন্যাস বানাবো, আদি।

আদি হেসে উওর দেয়

— বলো, আমাদের সবার ভালোবাসা।।

সবাই একসাথে নাচে, হাসে...

আর দূরে কোথাও একজন লেখিকা, একা বসে কাগজে শেষ লাইন লিখে—

"ভালোবাসা জিতেছে। আর সেটা ছিল সত্য, গভীর আর চিরন্তন।

যেখানে ভালোবাসা আছে, সেখানে সাহস থাকে। আর সাহসই সব অন্ধকারের শেষ করে আলো আনে।"

#সমাপ্ত।

(তোমাদের জন্য লিখেছিলাম এই গল্প—ভালোবাসা, বেঁচে থাকার এক ছায়াময় কিন্তু সাহসী চিত্র।

লেখিকা_ইসরাত_জাহান)

এই গল্প কোন শেষ নেই , শুরু আছে। সারাজীবন লিখে গেলেও শেষ হবে না। এটা ভালোবাসার গল্প যা কখনো শেষ হয় না।।

আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে.....

আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে সিজন ৩

ইসরাত জাহান